আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর দৃষ্টিতে তাসাওউফ

তাসাওউফ নিয়ে যত বিভ্রান্তির জবাব

ইজহারুল ইসলাম

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর দৃষ্টিতে

তাসাওউফ

তাসাওউফ নিয়ে যত বিভ্রান্তির জবাব

ইজহারুল ইসলাম

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আজ মুসলিম উম্মাহ ইতিহাসের ভয়াবহ অধ্যায় অতিক্রম করছে। উম্মাহের ঘাড়ে পশ্চাৎপদতার যে জগদ্বল পাথর জেঁকে বসেছে তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। একদিকে অমুসলিমদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্র অন্যদিকে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কলহ। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি আজ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন থাবায় আক্রান্ত। এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যেদিন মুসলিম উম্মাহের রক্ত আল্লাহর জমিন রঞ্জিত হয় না। অমুসলিমদের আক্রমণের স্বীকার মুসলিম উম্মাহের করুণ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিই অবগত।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম উম্মাহ নিজেই তাঁর পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী। আজ তারা নিজেদের আচার-আচরণ, সামাজিকতা, রাজনীতি ও অর্থনীতি সবকিছুই অমুসলিমদের ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ধর্মের চিহ্নটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না। যেসমস্ত মুসলমান সঠিকভাবে ধর্মপালনে আগ্রহী এবং ধর্মের বিধি-বিধানের প্রতি যত্নশীল, তারাও আবার শতধা বিভক্ত। মুসলিম উম্মাহের এই বিভক্তিতে ঈন্ধন যোগানর জন্য মাথা গজিয়ে উঠছে বিভিন্ন ফেরকা। ফেতনাবাজ শ্রেণী মুসলিম উম্মাহের এই নিদারূণ মুহূর্তেও ফেতনার ঢোল পিটাচ্ছে। উম্মাহের প্রতি করূণার পরিবর্তে মুসলিম উম্মাহকেক একে অপরের প্রতি লেলিয়ে দিচ্ছে, ঘৃণার বিষ-পাষ্প তাদের মন ও মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ফলে তারা আপন মুসলিম ভাইকে এতটা ঘৃণা করছে, যতটা না তারা কাফের-মুশরিককে করে। আমরা প্রতিনিয়ত এ বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি। বিচ্ছিন্নতাবাদ, ফেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে ফেরকাটি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, সেটি হল, সালাফী বা আহলে হাদীস ফেতনা, যা ওহাবী ফেতনা নামেও পরিচিত। শিয়া, কাদিয়ানী, ভ-পীর, কবরপূজারী এবং নাস্তিক- মুরতাদদের ফেতনায় উম্মাহের দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, নব্য সৃষ্ট ফেতনাটি মুসলিম উম্মাহের সেই ক্ষতে মলম লাগানর পরিবর্তে লবণ লাগানর পথে অগ্রসর। ফলে সালাফিয়্যাতের নামে বিকৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। রাসূল (সঃ) যেই চার মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন অর্থাৎ দাওয়াত, তা’লীম, তাযকিয়া ও জিহাদ এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই ফেতনাবাজ শ্রেণী ফেতনার জন্ম দিয়েছে।

আক্বিদা থেকে শুরু করে ইসলামের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে তারা সংস্কারের নামে নতুন ধ্যাণ-ধারণা প্রবর্তন করেছে এবং নব্য সৃষ্ট ধ্যাণ-ধারণা প্রতিষ্ঠার পিছনে তারা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করছে। ফলে ইলমের স্বল্পতার কারণে মুসলিম উম্মাহের একটা শ্রেণী তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তাদের চিন্তা-চেতনা এবং ধ্যাণ-ধারণার বিদ্যালয়ে যারা পাঠ নিয়েছে, তারা মুসলিম সমাজে বিচ্ছিন্নতা, ঘৃণা, অপবাদ এবং কাঁদা-ছোঁড়াছুঁড়ির মহড়া দিচ্ছে। তারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং স্বতন্ত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলিম সমাজের একটা অংশকে তাদের অনুগামী বানিয়ে সে অংশকে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ থেকে পৃথক করেছে। তারা মুসলমানদের সমাজে বাস করে, অথচ আপন মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন ধারণা ও ঘৃণা পোষণ করে যে, মুসলমানদের শত্রুতাও তা করে না। একই কাতারে নামায আদায় করে, অথচ নিজের পাশের মুসল্লী ভাইকে মুশরিক বলতে দ্বিধা করে না, এমনকি তারা যে ইমামের পিছে নামায আদায় করছে, সেও তাদের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায় না । অথচ তারা যে ধ্যাণ-ধারণার উপর ভিত্তি করে এগুলো করছে, তা তাদের হাতেই সৃষ্ট, সালাফে-সালেহীন তাদের এ সমস্ত কর্মকা- থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যেমন ইহুদীদের অপবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন হযরত মারিয়াম (আঃ) ।

রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত চার মিশনের কোনটিই তাদের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়নি। সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের নামে তারা তাদের নিজস্ব ধ্যাণ-ধারণার অনুপ্রবেশ করিয়েছে। আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা এমন কিছু ধ্যাণ-ধারণার জন্ম দিয়েছে, যার সাথে সালাফে-সালেহীনের ন্যূনতম কোন সম্পর্ক নেই, যার অধিকাংশ হিজরী অষ্টম শতাব্দী কিংবা তার পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। যেমন তারা আল্লাহর জন্য জিসম, দিক ও সীমা সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তায়ালার সাথে নশ্বর বিষয় যুক্ত হওয়ার আক্বিদা তাদের হাতেই সৃষ্ট। এছাড়াও তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য বসার আক্বিদা এবং জাহান্নামের আগুন শেষ হওয়া ইত্যাদি আক্বিদা পোষণ করে। আর যারা তাদের সৃষ্ট আক্বিদায় বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে কাফের, মুশরিক, জাহমিয়া, মুয়াত্তিলা, পথভ্রষ্ট.. ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে।

ইলমে ফিকহের ক্ষেত্রে তারা সংস্কারের নামে তাকলীদকে হারাম করেছে এবং মাযহাবের অনুসারীদেরকে কাফের, মুশরিক, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি বলতে দ্বিধা করেনি। যেহেতু ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে হিজরী তৃতীয় শতকের পর থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফকীহ,

মুফাসসির, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, এজন্য পূর্বের কেউ তাদের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়নি ।

نعم هكذا يضلّلون ويكفّرون ويبدّعون أئمة السلفية وسادتهم وباسم « السلفية » ـ فيا سبحان الله ـ وكما يقال : (الجنون فنون) . ونسأل الله العافية .

"আর এভাবেই তারা সালাফে-সালেহীন ও পূর্ববর্তী ইমামদের পথভ্রষ্ট, কাফের, বিদআতী ইত্যাদি বলে থাকে। আর এ সব কিছু তারা সালাফিয়্যাতের নামে করে থাকে। সুবহানাল্লাহ! তাদের অবস্থা তো এমন যে, বলা হয়ে থাকে, "আল-জুনুনু ফুনুন" (পাগলামির বিভিন্ন আর্ট বা শিল্প রয়েছে) । আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে পরিত্রাণ কামনা করি । [মাওকিফু আইম্মাতিল হারাকাতিস সালাফিয়্যা ফিত তাছাউফি ওয়াছ ছুফিয়্যা' এর ভূমিকা, আব্দুল হাফিয বিন মালিক আব্দুল হক মক্কী, পৃষ্ঠা-৮]

ইলমে হাদীস বিশেষ করে ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীলের ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ মতামত দিয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে উসূলে হাদীসের নিয়ম ভঙ্গ করে খিয়ানতের আশ্রয় নেয়া হয়েছে । তাদের কেউ কেউ হাদীসের কিতাব সমূহকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'সহীহ' ও 'যয়ীফ' এ দু'ভাগে ভাগ করে কিতাব রচনা করেছে । এক্ষেত্রে মারাত্মক যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা হল, উম্মতের অনেকে তাঁদের সংঘর্ষপূর্ণ মতামতের ব্যাপারে অবগত না হয়ে তাদের অন্ধানুকরণ করছে । দেখা গেছে, একই হাদীসকে ভিন্ন ভিন্ন কিতাবে সহীহ ও যয়ীফ বলেছেন । সম্প্রতি ১৪২৪ হিঃ সনে জর্দানের দারুন নাফাইস থেকে প্রকাশিত আওদা বিন হাসান আওদা এর একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি এমন পাঁচশত হাদীস উল্লেখ করেছেন, যে সমস্ত হাদীসকে শেখ নাসীরুদ্দিন আলবানী (রহঃ) তাঁর বিভিন্ন কিতাবে কখনও যয়ীফ আবার কখনও সহীহ বলেছেন । বর্তমানে সালাফীদের কারণে ইলমে হাদীস যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার আলোচনা করেছেন শায়েখ মামদুহ তাঁর "আল-ইত্তিজাহাতুল হাদিসিয়্যা" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে । আগ্রহী পাঠকগণ কিতাবটি অধ্যয়ন করতে পারেন ।

রাসূল (সঃ) এর জীবনের অন্যতম একটি মিশন ছিল, জিহাদ তথা কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ) । ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে এক্ষেত্রেও সালাফীরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং এমন কিছু মূলনীতি তৈরি করেছে যার মাধ্যমে তারা উম্মতকে এই ফরয আমল থেকে বিরত

রাখতে পারে। তাদের এসমস্ত ভ্রান্ত নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন শায়েখ ড.আব্দুর রাজ্জাক বিন খলিফা শায়যী তাঁর الخطوط العريضة لأدعياء السلفية (আল-খুতুতুল আরিযা লি-আদইয়াইস সালাফিয়্যা) নামক গ্রন্থে। এছাড়াও শায়েখ আব্দুল আযিয বিন মানসুর তাঁর الرد علي أدعياء السلفية (আর-রদ্দু আলা আদইয়াইস সালাফিয়্যা) নামক কিতাবে জিহাদ সম্পর্কে সালাফীদের ভ্রান্তি আলোচনা করেছেন। ড. শায়যী তাঁর কিতাবে সালাফীদের যে সমস্ত মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে ১৯ নং মূলনীতি হল, الجهاد تكليف ما لا يطاق في هذا الزمان ولا إثم في تركه (এই যামানায় জিহাদ হল, এমন বিধান যা পালন করা সম্ভব নয়, সুতরাং তা ছেড়ে দিলে কোন গোনাহ হবে না)

সালাফীদের ২০ নং মূলনীতি হল, أفضل الجهاد اليوم ترك الجهاد ، وأفضل الإعداد ترك الإعداد (বর্তমানে উত্তম জিহাদ হল, জিহাদ ছেড়ে দেয়া এবং উত্তম প্রস্তুতি হল, কোন প্রস্তুতি গ্রহণ না করা)

রাসূল (সঃ) অন্যান্য আমল যেমন, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত দল কাজ করে যাচ্ছে, সালাফীরা তাদের গোমরা, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি আখ্যায়িত করেছে। অনেকে তাদেরকে কাফির মুশরিক বলতে দ্বিধা করে না।

শায়েখ ইউসুফ বিন সায়্যেদ হাশেম রিফায়ী তাঁর পুস্তিকা **نصيحة لإخواننا علماء نجد** (নজদের আলেমদের প্রতি নসিহত)1 নজদের উলামায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন-

إذا اختلف معكم أحد في موضوع أو أمر فقهيٍّ أو عقديٍّ أصدرتم كتبًا في ذمه وتبديعه أو تشريكه

ফিকহ, আক্বিদা অথবা অন্য কোন বিষয়ে তোমাদের সাথে কেউ যখন মতানৈক্য করে, তখন তোমরা তাকে নিন্দা করে, বিদআতী ও মুশরীক আখ্যায়িত করে কিতাব প্রকাশ করে থাকো।

১ এ পুস্তিকার ভূমিকা লিখেছেন শায়েখ ড. সাইদ রমজান বাউতী।

لقد كفَّرتم الصوفية، ثم الأشاعرة، وأنكرتم واستنكرتم تقليد واتباع المذاهب الأربعة : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل

"তোমরা সর্বপ্রথম সূফীদেরকে কাফের বলেছো, অতঃপর আশআরীদেরকে। তোমরা চার মাযহাবের তাকলীদ ও অনুসরণকে অস্বীকার করেছ কিংবা অপছন্দ করেছ অর্থাৎ আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল"

[নসিহাতুন লি-ইখওয়ানিনা উলামায়ে নজদ, পৃষ্ঠা-২৮-২৯]

٤٠ ـ كفّرتم الصوفية ثم الأشاعرة والماتريدية وهم سواد المسلمين، ثم التفتم إلى الأخوان، ثم التبليغيين ثم بقية الدعاة والمفكرين . . . فماذا أبقيتم غيركم من المسلمين؟

"তোমরা সূফীদেরকে কাফের বলেছ। অতঃপর আশআরী ও মাতুরীদেরকে কাফের বলেছ; অথচ এরা হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। অতঃপর তোমরা ইখওয়ানুল মুসলিমীন, তাবলীগ এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দায়ী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের কাফের সাব্যস্ত করেছ। তোমরা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাদেরকে মুসলমান হিসেবে বাকী রেখেছ?"

[নসিহাতুন লি-ইখওয়ানিনা উলামায়ে নজদ, ইউসুফ বিন সাইয়্যেদ হাশেম রিফাঈ, পৃষ্ঠা-৭১]

سلطتم من المرتزقة الذين تحتضنونهم من رمى بالضلالة والغواية الجماعات والهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة، والناشطة لإعلاء كلمة الله تعالى، والآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، ك " التبليغ " و " الإخوان المسلمين " ، والجماعة " الديوبندية " التي تمثل علماء الهند وباكستان وبنغلاديش،

"তোমাদের খাদ্যে পালিত এবং তোমাদের কোলে আশ্রিতরা দাওয়াতের ময়দানে কর্মরত বিভিন্ন জামাত ও সংগঠন যারা আল্লাহ কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মত আমল আঞ্জাম দিচ্ছে, তাদেরকে ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত হওয়ার ফতোয়া দান করে। যেমন- তাবলীগ, ইখওয়ানুল মুসলিমীন, দেওবন্দী জামাত যার অধিকাংশ হল, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম"

[নসিহাতুন লি-ইখওয়ানিনা উলামায়ে নজদ, ইউসুফ বিন সাইয়্যেদ হাশেম রিফাঈ, পৃষ্ঠা-৩০]

শায়েখ ড.আব্দুর রাজ্জাক বিন খলিফা শায়যী তাঁর الخطوط العريضة لأدعياء السلفية (আল-খুতুতুল আরিযা লি-আদইয়াইস সালাফিয়্যা) নামক কিতাবে জামাত ইসলাম সম্পর্কে সালাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে লিখেছেন-

الأصل الثالث عشر لأصول أتباع السلفية الجديدة هو قولهم أن الجماعات الإسلامية ماهي إلا امتداد للفرق الضالة من معتزلة وأشاعرة وخوارج وقدرية وجهمية ، تنتهج منهج الخلف في العقيدة ، فأصبح بدل أن يقال هؤلاء أشاعرة وهؤلاء معتزلة صار يقال هؤلاء أخوان ، وهؤلاء تبليغ..

“নব্য সালাফিয়্যাতের দাবীদারদের ১৩ নং মূলনীতি হল, জামাত ইসলাম মূলতঃ ভ্রান্ত দল। এটি মু’তাযেলা, আশআরী, খারেযী, ক্বাদেরীয়া, জাহমিয়াদের সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা পরবর্তীদের আক্বিদায় বিশ্বাসী। ‘এরা হল আশআরী, এরা হল, মু’তাযেলী’ এ কথার পরিবর্তে এখন তারা বলে, ‘এরা হল, ইখওয়ান, এরা হল তাবলীগ...”

[আল-জামে ফির রদ্দি আলাল জামিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-১১৭]

সালাফীরা আশআরী আক্বিদায় বিশ্বাসীদেরকে কাফের বলে থাকে এবং হাফেয ইবনে হাজার আলকালানী (রহঃ), ইমাম নববী (রহঃ) আশআরী আক্বিদায় বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের বিখ্যাত কিতাব, ফাতহুল বারী ও রিয়াযুস সালিহীন পুড়িয়ে ফেলার মত প্রকাশ করে। তাদের আক্বিদার বিরোধী হওয়ার কারণে তারা ফাতহুল বারির উপর, আক্বিদাতুত ত্বাহাবী উপর টিকা সংযোজন করেছে এবং এ কিতাবগুলির মাঝে তাদের নিজস্ব আক্বিদাগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) “আক্বিদাতুত ত্বাহাবী” এর টিকা সংযোজন করেছেন। শায়েখ বিন বাযের কিতাবের নাম হল, “তা’লিকাতু বিন বায আলা আক্বিদাতিত ত্বহাবী”। এছাড়াও সালাফী আলেমদের সম্মিলিতভাবে লিখিত কিতাব, التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية (আত-তা’লিকাতুত আছারিয়া আলা আক্বিদাতিত ত্বাহাবীয়া লি-আইম্মাতিদ দাওয়াতিস সালাফিয়্যা)। আক্বিদাতুত ত্বহাবীর উপর সংযোজিত টীকা লেখায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযিয বিন মানে (রহঃ), শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন

বায (রহঃ) এবং শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহঃ)। আক্বিদাতুত ত্বাহাবীর উপর সংযোজিত শায়েখ বিন বাযের একটি টীকা উদ্ধৃতি হিসেবে এখানে উল্লেখ করছি। এতে পাঠকবৃন্দের নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, তারা কিভাবে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ইসলামী আক্বিদায় অনুপ্রবেশ করিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার দিক সম্পর্কে ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) আক্বিদাতুত ত্বহাবীয়াতে লিখেছেন-

وتَعالَى عَنِ الحدُودِ والغَاياتِ

"আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের হদ, সীমা ও পরিমাপ থেকে পবিত্র"

শায়েখ বিন বায (রহঃ) আল্লাহ তায়ালার জন্য হদ বা সীমা সাব্যস্ত করতে গিয়ে ইমাম ত্বহাবীর উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন-

فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر فإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد

"অর্থাৎ এখানে হদ বা সীমা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে সীমা সম্পর্কে মানুষ অবগত...ইসতিওয়া বা এজাতীয় শব্দ দ্বারা যে হদ বা সীমা নির্ধারিত হয় তার দ্বারা এমন সীমা উদ্দেশ্য যা আল্লাহ তায়ালা জানেন, বান্দা জানে না।"

অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত "আল্লাহ তায়ালা যে সব ধরণের হদ বা সীমা থেকে পবিত্র, এ আক্বিদায় বিশ্বাসী, যা সুস্পষ্টভাষায় ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

সালাফীরা দিক সম্পর্কে তাদের নিজস্ব আক্বিদা কিভাবে সংযোজন করেছে পাঠক বৃন্দ লক্ষ্য করুন! ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) লিখেছেন-

لا تَحويهِ الجِهَاتُ السِّتُّ كسَائِرِ المُبْتَدَعَاتِ

"আল্লাহ তায়ালাকে ছয় দিকের কোন দিক পরিবেষ্টন করে না যেমন সৃষ্ট অন্য কোন বস্তু তাকে পরিবেষ্টন করে না।"

শায়েখ বিন বায (রহঃ) লিখেছেন-

مراده:الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به

“ছয় দিক দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মাখলুক বা সৃষ্ট ছয় দিক। এর দ্বারা আল্লাহর জন্য ‘জিহাতে উলু’ ও ইসতেওয়া আলাল আরশকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা “জিহাতে উলু” তথা উপরের দিক ছয় দিকের অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং এটি মহাবিশ্বের উপরে এবং মহাবিশ্বকে বেষ্টন করে আছে”

[“তা’লিকাতু বিন বায আলা আক্বিদাতিত ত্বহাবী” পৃষ্ঠা-৫, মাজমুঊ ফাতাওয়া ইবনে বায, খ--২, পৃষ্ঠা-৭৮ (শামেলা)]

ইবনে বায (রহঃ) কিভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদাকে তাদের আক্বিদার সাথে মিশ্রিত করেছেন, তা স্পষ্ট। এখানে তিনি সংঘর্ষ পূর্ণ অনেক গুলো কথা একত্র করেছেন, যা আলোচনা করার জায়গা এটি নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল, সালাফীরা কিভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদাকে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং একে ইসলামের আক্বিদা বলে প্রচার করছেন সেটা উল্লেখ করা”

রাসূল (সঃ) এর চার আমলের অন্যতম আমল হল, তাযকিয়াতুন নফস তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন। যাকে পরিভাষায়, তাছাউফ, সুফিয়্যা, ইত্যাদি বলা হয়। ইসলামের অন্যান্য আমলের মত তাছাউফও সালাফীদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বরং অন্যান্য আমলের প্রতি তাদের আক্রমণের তুলনায় তারা তাছাউফের বুকে যে খঞ্জর বসিয়েছে তা আরও বেশি মারাত্মক ও বিষাক্ত। এটাও তারা সালাফিয়্যাত তথা সালাফে-সালেহীনের অনুসণের নামে করেছে। তাছাউফের প্রতি তাদের কতটা আক্রোশ ও বিদ্বেষ তা তাদের কথা থেকেই লক্ষ্য করুণ!

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালী (রহঃ) এর বিখ্যাত কিতাব “ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন”-এ উল্লেখিত হাদীসগুলোর উৎস উল্লেক করে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন আল্লামা হাফেয যাবিদি (রহঃ)। সম্প্রতি “ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন” এর হাদীসগুলোর উৎস সম্পর্কে যারা কিতাব লিখেছেন যেমন-আল্লামা ইরাকী (রহঃ), আল্লামা সুবকী (রহঃ) এবং আল্লামা যাবিদি (রহঃ), তাদের লিখিত কিতাবগুলি থেকে চয়ন করে আবু আব্দুল্লাহ মাহমুদ বিন

মুহাম্মাদ আল-হাদ্দাদ একটি কিতাব লিখেছেন। এ কিতাবের ভূমিকায় আল্লামা মোর্তজা যাবিদি (রহঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ লেখক লিখেছেন-

(حنفي المذهب أشعري العقيدة قادري الإرادة نقشبندي السلوك) والقادرية والنقشبندية من طرق الصوفية، وهي كلها سبل الشياطين

"আল্লামা যাবিদি (রহঃ) ছিলেন, হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আক্বিদার ক্ষেত্রে আশআরী, তাছাউফের ক্ষেত্রে ক্বাদেরী ও নকশবন্দী। ক্বাদেরিয়া ও নকশ বন্দিয়া হল সুফীদের তরীকা, আর এ সব তরীকা হল শয়তানের তরীকা"

আমরা আল্লাহর কাছে এ ধরণের উক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"যে আমার ওলীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।"[বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৫০২]

তাছাউফ সম্পর্কে সালাফীদের নগ্ন মিথ্যাচার দেখলে একজন মুসলমানের লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যাবে। একি কোন মুসলমানের ভাষা! সুবহানাল্লাহ! পূর্ববর্তীদের অনুসরণের মুখোশে সেই পূর্ববর্তীদের প্রতি এতটা মিথ্যাচার! এতটা ঘৃণা! এতটা বিদ্বেষ! তারা কিভাবে সালাফী হওয়ার দাবী করে!?

প্রিয় পাঠক! সালাফে-সালেহীনের অনুসরণের মুখোশে তাদের প্রতি মিথ্যাচার লক্ষ্য করুন! শায়েখ আব্দুর রহমান ওকীল তাঁর مصرع التصوف (মাসরাউত তাছাউফ) নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন-

إن التصوف.. ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله ولرسله ، إنه قناع المجوس يتراءى بأنه لرباني ، بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق فتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية ، تجد أفلاطونية وغنوصية ، تجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية جاهلية

"নিশ্চয় শয়তান তাছাউফ আবিষ্কার করেছে যেন এর মাধ্যমে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আল্লাহর বান্দাদেরকে তার অনুগামী বানাতে পারে।

এটি অগ্নিপূজকদের আখড়া যেখানে সে নিজেকে মনে যে, সে আল্লাহর ওলী। বরং এটি আল্লাহর দ্বীনের শত্রু সূফিদের আখড়া। তুমি তাতে খুঁজে দেখ! তাতে ব্রাহ্মণবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম, যারাদুশতী, মনাতত্ত্ব (Manichaeanism), দিসানী দেখতে পাবে। দেখবে প্লেটোর মতবাদ(Platonism) ও গনুসী মতবাদ। তাতে পাবে ইহুদী ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও জাহিলিয়্যাত।"
[মাসরাউত তাছাউফ, পৃষ্ঠা-১৯]

উপরোক্ত সালাফীর উক্তি থেকে সালাফীদের আসল চেহারা উপলব্ধি করতে কারও কষ্ট হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে এধরণের সালাফিয়্যাত থেকে মুক্তি দান করুন।

والله يشهد أن « السلفية » لاعلاقة لها البتة بكل ذلك ، ولا يقول بشيء
من ذلك أي من السلف الصالح رضي الله عنهم ، إلا إن أرادوا بالسلف :
سَلَفَهم من الخوارج والمفسدين ونحوهم . فنعم ـ وأما سلف المسلمين « السلف
الصالح » فإنهم بريئون ورب الكعبة من هذه الضلالات . "

আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী রয়েছেন যে, এধরণের কর্মকা-ের সাথে সালাফে-সালেহীনের কোন সম্পর্ক নেই। সালাফে-সালেহীনের কেউ এধরণের কথা বলেননি। হ্যাঁ, তারা যদি সালাফ বা পূর্ববর্তী লোক বলতে তাদের পূর্ববর্তী খারেজী ও এজাতীয় ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে তা ঠিক। কা'বার রবের শপথ! মুসলমানদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ (সালাফে-সালেহীন) এধরণের ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত"
[মাওকিফু আইম্মাতিল হারাকাতিস সালাফিয়্যা ফিত তাছাউফি ওয়াছ ছুফিয়্যা' এর ভূমিকা, আব্দুল হাফিয বিন মালিক আব্দুল হক মক্কী, পৃষ্ঠা-৭]

বিজ্ঞ পাঠক! সালাফীদের তাছাউফ বিদ্বেষ ও ইলমি খিয়ানতের চিত্র দেখুন! সালাফীদের ইমামতুল্য আলেম শায়েখ আবু বকর জাবের আল-জাযাইরি "ইলাত তাছাউফ ইয়া ইবাদাল্লা" নামক কিতাবে লিখেছেন-

والتعريف الصحيح للتصوف هو : أنه بدعة
« ضلالة » من شر البدع ، وأكثرها اضلالا ،
وأكبرها ضلالة ، إذ لم يعرف التصوف فى من

"তাছাউফের সঠিক সংজ্ঞা হল, এটি বিদআত (১), যালালাত বা ভ্রষ্টতা (২), সর্বনিকৃষ্ট বিদআত (৩) তার চেয়েও ভযঙ্কর ভ্রষ্টতা (৪) ও বড় বিভ্রান্তি (৫)"
[ইলাত-তাছাউফ ইয়া ইবাদাল্লাহ, পৃষ্ঠা-১৪]

বিজ্ঞ পাঠক! লক্ষ্য করুণ! মাত্র তিন লাইনে পাঁচটি নিন্দনীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহু আকবার! এটাই কি তাদের সালাফিয়্যাতের আদর্শ! এর প্রতিই কি তারা বিশ্ববাসীকে ফ্রি বই বিতরণ করে দাওয়াত দিয়ে থাকে!?

তাদের সম্পর্কে শায়েখ ড.আব্দুর রাজ্জাক বিন খলিফা শায়যী তাঁর الخطوط العريضة لأدعياء السلفية (আল-খুতুতুল আরিযা লি-আদইয়াইস সালাফিয়্যা) নামক কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন-

فهذه هي الطبعة الثانية من الخطوط العريضة لاصول أدعياء السلفية ، جمعنا فيها مجموعة أخرى من أصول هذه المجموعة التي ظهرت على المسلمين بالتبديع والتفسيق والتجريم ، والتكفير ، واستعملت كل ألفاظ التنفير والتحقير مع دعاة الإسلام خاصة ، كوصفهم بالزندقة،والإلحاد،والخروج...الخ

"এটি খুতুতুল আরিযা নামক কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণ। এতে আমি সেই দলের মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছি যারা মুসলিম উম্মাহের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে মুসলমানদেরকে বিদআতী, ফাসেক, পাপী, কাফের ইদ্যাদি সাব্যস্ত করার জন্য। এক্ষেত্রে উম্মাহের দায়ীদের ব্যাপারে তারা সবধরণের নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য শব্দ ব্যবহার করেছে যেমন- তাদেরকে যিন্দিক, মুরতাদ, খারেজী...ইত্যাদি বলেছে।"
[আল-জামে ফির রদ্দি আলাল জামিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-১০৫]

সালাফিয়্যাতের দাবীদার আবু বকর জাযায়েরীর উক্ত সংজ্ঞার সাথে সালাফীদের ইমামদের ইমাম শায়েখ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাছাউফ সম্পর্কে কী বলেছেন একটু লক্ষ্য করুণ!

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর طريق الهجرتين (ত্বরিকুল হিযরাতাইন) নামক কিতাবে লিখেছেন-

"ومنها أن هذا العلم "التصوف" هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة

"এই ইলম তথা তাছাউফের ইলম বান্দার সমস্ত ইলমের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ইলম। ইলমুত তাওহীদ তথা তাওহীদের ইলমের পরে এর চেয়ে উত্তম ইলম আর নেই।

এই ইলমের জন্য শুধু উত্তম ও সম্মানিত হৃদয় উপযুক্ত, কোন নিকৃষ্ট, নীচ হৃদয় এর উপযুক্ত নয়”[ত্বরিকুল হিযরাতাইন, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), পৃষ্ঠা-২৬০-২৬১]

সালাফীরা যেহেতু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), তাঁর ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী (রহঃ) এর অনুসরণ করার দাবী করে এজন্য আমরা এ রিসালায় তাছাউফ সম্পর্কে সালাফীদের ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছি। আমার উদ্দেশ্য যেহেতু সংক্ষিপ্ত একটি রিসালা তৈরি করা এজন্য তাছাউফ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অনেক উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে পরবর্তীতে যদি বড় আকারে প্রকাশ করার সুযোগ হয় তখন ইনশাআল্লাহ আরও কিছু সংযোজন করে দেয়ার আশা রাখি।

সালাফীদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবু বকর জাবের জাযায়েরী উল্লেখ করেছেন-

الدعوة السلفية التي أحياها بعد موتها في العالم الإسلامي الإمامان الجليلان: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في الديار الشامية، و محمد ابن عبد الوهاب في الديار النجدية

“সালাফী দাওয়াতের মৃত্যু হওয়ার পর যারা একে মুসলিম বিশ্বে পুনরুজ্জীবিত করেছেন তারা হলেন, দু’জন মহান ইমামঃ আহমাদ বিন আব্দুল হালিম বিন তাইমিয়া (রহঃ), তিনি শামে এ আন্দোলনকে জীবিত করেছেন এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, তিনি নজদ এলাকায় এ আন্দোলনকে জীবিত করেছেন”
[ইলাত-তাছাউফ ইয়া ইবাদাল্লা! পৃষ্ঠা-৮]

আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে তাছাউফ সম্পর্কে এ রচনাগুলো ইনশাআল্লাহ কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হবে। তাছাউফ সম্পর্কে সালাফীদের অন্যান্য অনুসরণীয় ব্যক্তিদের অভিমত সম্বলিত আরেকটি পর্ব শীঘ্রই প্রকাশের আশা রাখি।

তাছাউফ ও তাছাউফের ইমামদের সম্পর্কে অনেকের ধারণা হল যে, তারা দ্বীন প্রতিষ্টায় ও দ্বীন প্রচারে বিশেষ করে জিহাদ থেকে বিমূখ। আল্লাহ পাক রহমত করলে অচিরেই “আল্লাহর পথের মুজাহিদ সূফীগণ” নামে একটি রিসালা প্রকাশ করব। আগ্রহী পাঠকগণ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও ক্ষণজন্মা মণীষী সাইয়্যেদ আবুল হাসান

আলী নদভী (রহঃ) এর বিখ্যাত কিতাব “তারীখে দাওয়াত ও আযীমত” পাঠ করতে পারেন। এটি বাংলা ভাষায় সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস নামে প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাউফ সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ কথা হল, ইলমে তাছাউফ সব ধরণের বিদআতী, শিরকী, কুফরী কর্মকা- থেকে মুক্ত। যে সমস্ত পীরপূজারী, কবরপূজারী, মাজারপূজারী, ভ-, ধর্ম ব্যাবসায়ী গদ্দিনশীন নিজেদেরকে তাছাউফের সাথে সম্পৃক্ত করে, তাদের মাঝে এবং তাছাউফের মাঝে এতটা দূরত্ব যেমন পূর্ব-পশ্চিয়ের মাঝে, বরং আসমান যমিনের মাঝে যে দূরত্ব তাছাউফ থেকে এরা তার চেয়েও বেশি দূরে।
শরীয়তের প্রত্যেকটি ইলম যেমন ইলমে হাদীস, ফিকহ, তাফসীরের ক্ষেত্রে যেমন বড় বড় ইমাম রয়েছেন, তেমনি সেসমস্ত মিথ্যুক দাজ্জালও রয়েছে যারা জাল হাদীস তৈরি করেছে, ফতোয়ার নামে দ্বীন নিয়ে খেলা করেছে এবং তাফসীরের নামে কুরআন বিকৃত করেছে। কিন্তু যখন এ সমস্ত ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তখন কেবল বড় বড় ইমামদের দ্বারাই এর পরিমাপ করা হয়। একইভাবে ইলমে তাছাউফের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহের সর্বজন স্বীকৃত বড় বড় ওলী রয়েছেন, আবার সেই সমস্ত ভ-ও রয়েছে যারা তাছাউফের নামে দ্বীনকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু আমরা যদি তাছাউফকে বুঝতে চাই, তবে এসমস্ত ভ-দেরকে দিয়ে তাছাউফকে ওজন করা যাবে না, কেননা এরা তো তাছাউফ থেকে লক্ষ-কোটি মাইল দূরে, এরা তো তাছাউফের মাঝেই প্রবেশ করেনি, কিভাবে এদের মাধ্যমে তাছাউফকে পরিমাপ করা হবে?

দ্বিতীয়তঃ শরীয়তের বিরোধী পৃথিবীর কোন ইলমই ইলম নয়, চাই তা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আইন বা অন্য কিছু হোক। তাছাউফের মাঝে কেউ যদি এমন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে, যা শরীয়তে বিরোধী, তবে তা সর্বযুগের সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাতিল, ভ্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত।
রিসালাটি প্রকাশে অনেকে আমাকে সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ পাক তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

বিজ্ঞ পাঠকের সমীপে নিবেদন এই যে, রিসালাটিতে ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করে বাধিত করবেন, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং আখেরাতে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন । আমীন!

বিনীত

ইজহারুল ইসলাম

(২/১০/১২, রাত-১.৫৬)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া্র নিকট তাছাউফের উৎপত্তিঃ

أول ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية

"তাছাউফের ধ্যান-ধারণা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় বসরা থেকে এবং আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রহঃ) এর কিছু সাগরেদ সর্বপ্রথম তাছাউফের ইমারত তৈরি করেন। আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ) হাসান বসরীর সাগরেদ ছিলেন। আর বসরায় তখন যুহদ, ইবাদত ও আল্লাহর ভয়ের এতটা আধিক্য ছিল যে, তা অন্য কোন মুসলিম জনপদে দৃষ্ট হত না। এজন্য বলা হয়ে থাকে, ফিকহুন কুফিউন ও ইবাদাতুন বিসরিয়াতুন (কুফার ফিকহ ও বসরার ইবাদত)।
(মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-৬)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وعبد الواحد بن زيد وأن كان مستضعفاً في الرواية إلا أن العلماء لا يشكون في ولايته وصلاحه

আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রহঃ) 2 হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদিও যয়ীফ ছিলেন তবে উলামায়ে কেরাম তার বেলায়াত (বুযুর্গী), ও সৎ হওয়ার ব্যাপারে কোন অভিযোগ করেন না।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর মাজমুউল ফাতাওয়ার ১১ খ-ের ২৮২ পৃষ্ঠায় "আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধুর মাঝে পার্থক্য" এ শিরোনামের অধীনে আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রহঃ) কে আল্লাহর বন্ধু তথা আউলিয়াউর রহমানের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এবং তিনি كرمات حصلت للصحابة و التابعين و الصالحين (সাহাবী, তাবেয়ী ও

2عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصرى شيخ الصوفية وواعظهم، لحق الحسن البصرى وغيره وقال الجوزجانى : سيئ المذهب، ليس من معادن الصدق . توفى بعد الخمسين ومائة من الهجرة . [سير أعلام النبلاء 7178 180، ميزان الاعتدال 2372، 376] قال إبن تيمية رحمه الله | ولا يلتفتون إلى قول الجوزجاني فأنه متعنت كما هو مشهور عنه

সালেহীনদের কারামত) এ শিরোনামের অধীনে হযরত আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ (রহঃ) এর কারামত উল্লেখ করেছেন ।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৮২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিকট "সূফী" এর সংজ্ঞাঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর মাজমুউল ফাতাওয়ায় লিখেছেন-

هو . أي الصوفي . في الحقيقة نوع من الصديقين فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال : صديقو العلماء وصديقو الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين أنهم صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضاً كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجلّ الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكمل صديقي زمانهم والصديق من العصر الأول أكمل منه والصديقون درجات وأنواع

"প্রকৃতপক্ষে সূফী হলেন, সিদ্দিকিনদের একটি প্রকার । সূফী হলেন এমন সিদ্দিক যে তাঁর ইজতেহাদ অনুযায়ী যুহদ ও ইবাদতের মাঝে মগ্ন থাকে । এ অর্থে সূফী হলেন সিদ্দিক । যেমন বলা হয়, আলেমদের সিদ্দিকিন ও আমীরদের সিদ্দিকিন । সুতরাং সূফী সাধারণ সিদ্দিক থেকে বিশেষিত (খাস) এবং সিদ্দিকে কামেল তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন থেকে নিম্ন স্তরের । অতএব, বসরার ঐ সমস্ত যাহেদ ও আবেদগণ সম্পর্কে বলা হবে যে, তারা সিদ্দিকিন, যেমন কূফার ফকীহ ইমামগণের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তারাও সিদ্দিকিন । প্রত্যেক দলই তাঁদের ইজতেহাদ অনুযায়ী আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ করেছেন । কখনও সূফীগণ তাদের যামানার শ্রেষ্ঠ সিদ্দিকিন হিসেবে পরিগণিত হবেন । অতএব, সূফীগণ তাদের যামানার কামেল সিদ্দিকীন । আর প্রথম যামানার সিদ্দিকগণ হলেন এদের চেয়েও কামেল । আর সিদ্দিকিনদের রয়েছে বিভিন্ন স্তর ও প্রকার ।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১৬, পৃষ্ঠা-১১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

"وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والاثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه

"সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহ, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সূফীগণ রাসূলদের আনীত বিষয়ের উপর এবং তাদের থেকে যেসমস্ত কিতাব ও ইলমের ধারা এসেছে তার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এরা হলেন, রাসূল (সঃ) এর রেসালাতের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং একে রেসালাতের বিরোধী কোন বিষয় দ্বারা দূষিত করেন না"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১২, পৃষ্ঠা-৩৬]

তাছাউফ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) ও অন্যান্য ইমাগণ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়ায় লিখেছেন-

" أما لفظ الصوفية فانه لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام احمد بن حنبل وأبى سليمان الدارانى وغيرهما وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصرى". اه

"সূফী শব্দটি প্রথম তিন জামানায় তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না। এটি এর পরে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ব্যাপারে অনেক ইমাম ও শায়েখদের বক্তব্য রয়েছে। যেমন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ)। সূফিয়ান সাউরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন, কেউ কেউ হাসান বসরী (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করেছেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া- খ--১১, পৃষ্ঠা-৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، سواء سمى أحدهم فقيرًا أو صوفيًا أو فقيهًا أو عالمًا أو تاجرًا أو جنديًا أو صانعًا أو أميرًا أو حاكمًا أو غير ذلك

"আল্লাহর ওলী হলেন, মত্তাকী মুমিনগণ। চাই তাদেরকে ফকীর, সূফী, ফকীহ, আলেম, ব্যবসায়ী, সৈনিক, কারিগর, আমীর কিংবা বিচারক বলা হোক না কেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২২]

ثُمَّ هُمْ إِمَّا قَائِمُونَ بِظَاهِرِ الشرع فَقَطْ كَعُمُومِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ فِي الْعِلْمِ بِمَنْزِلَةِ الْعِبَادِ الظَّاهِرِينَ فِي الْعِبَادَةِ . وَإِمَّا عَالِمُونَ بِمَعَانِي ذَلِكَ وَعَارِفُونَ بِهِ فَهُمْ فِي الْعُلُومِ كَالْعَارِفِينَ مِنْ الصُّوفِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ . فَهَؤُلَاءِ هُمْ عُلَمَاءُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْمَحْضَةِ وَهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَأَكْمَلُهُمْ وَأَقْوَمُهُمْ طَرِيقَةً

"অতঃপর কিতাব ও সুন্নাহের অনুসারীগণ হয়ত শুধু এর বাহ্যিকের উপর আমল করবেন যেমন, সাধারণ মুহাদ্দিস ও সাধারণ মুমিনগণ, যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ইলমের উপর আমল করে থাকেন; কিংবা কুরআন ও সুন্নাহের গভীর মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে অবগত হবেন, যেমন সূফীগণ। এরা হলেন, মুহাম্মাদ (সঃ) এর একনিষ্ঠ উম্মত। এরা সমস্ত সৃষ্টির মাঝে উত্তম ও কামেল এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ পথের পথিক।" [মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২০, পৃষ্ঠা-৩৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا أنهم مبتدعون خارجون عن السنة ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معرفون وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم , والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه وقد انتسب إليهم من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم

"একদল তাছাউফ ও সূফীদের নিন্দা করে এবং বলে যে, তারা বিদআতী, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বহির্ভূত। আবার কতিপয় ইমামদের থেকে এদের সম্পর্কে প্রশংসাপূর্ণ উক্তি বর্ণিত আছে, যা প্রসিদ্ধ এবং তাদেরকে ফকীহ ও মুতাকাল্লিমীনদের কিছু দল অনুসরণ করেছে। আরেক দল তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ী করেছে এবং তারা দাবী করেছে যে, সূফীগণ নবীদের পরে সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ। বাস্তবতা হল,

উভয়টি তথা সূফীদের নিন্দা ও তাদের অতিরিক্ত মর্যাদা দান নিন্দনীয় । সঠিক কথা হল, সূফীগণ আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করে থাকেন যেমন অন্যরা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করেন । ইজতেহাদের তারতম্যের কারণে তাদের মাঝে কেউ কেউ অগ্রগামী নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং কেউ কেউ মধ্যম স্তরের যে হল, ডানপন্থী (আসহাবুল ইয়ামীন) । এ উভয় প্রকারের মাঝে এমন লোক রযেছে যারা কখনও ইজতেহাদ করে এবং তাদের এ ইজতেহাদে ভুল হয়ে থাকে । আবার কেউ কেউ রয়েছে, যারা গোনাহ করে এবং তওবা করে অথবা তওবা করে না । আবার এমন কিছু লোক সূফীদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবী করেছে যারা নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও প্রভূর অবাধ্যতাকারী । কখনও কখনও বিদআতী ও যিন্দিক শ্রেণীর কেউ কেউ তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবী করেছে, কিন্তু গবেষক সূফীদের নিকটে এরা সূফীদের অন্তর্ভূক্ত নয় ।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া-খ--১১, পৃষ্ঠা-১৭]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

لفظ الفقر والتصوف قد أدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله فتلك يؤمر بها ، وإن سميت فقرا وتصوفا ؛ لأن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج ذلك بأن تُسمى باسم أخر . كما يدخل في ذلك أعمال القلوب كالتوبة والصبر والشكر والرضا والخوف والرجاء والمحبة والأخلاق المحمودة

"ফকিরি এবং তাছাউফের মাঝে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) পছন্দ করেন । সুতরাং শরীয়তে এর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; যদিও এর নাম তাছাউফ কিংবা ফকিরি রাখা হয় । কেননা কিতাব ও সুন্নাহ যখন এর মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করে, তখন একে অন্য কোন নামে নামকরণ দ্বারা মুল বিষয় থেকে এটি বের হয়ে যাবে না । যেমন তাছাউফের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবে অন্তরের আমলসমূহ তথা, তওবা, সবর, শুকুর, রিযা (সন্তুষ্টি), খাওফ (ভয়), রজা (আশা), মহব্বত ও আখলাকে মাহমুদা (প্রশংসনীয় গুণাবলী)"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৮-২৯]

وَهُمْ يَسِيرُونَ بِالصُّوفِيِّ إلَى مَعْنَى الصِّدِّيقِ وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ الصِّدِّيقُونَ

"সূফী শব্দকে তারা মূলতঃ সিদ্দিকীনদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন । আর নবীদের পরে সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন, সিদ্দিকীন ।" [মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-১৬]
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

فَإِنَّ " أَعْمَالَ الْقُلُوبِ " الَّتِي يُسَمِّيهَا بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ أَحْوَالًا وَمَقَامَاتٍ أَوْ مَنَازِلَ السَّائِرِينَ إلَى اللَّهِ أَوْ مَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كُلُّ مَا فِيهَا مِمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ مِنْ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ وَفِيهَا مَا أَحَبَّهُ وَلَمْ يَفْرِضْهُ فَهُوَ مِنْ الْإِيمَانِ الْمُسْتَحَبِّ فَالْأَوَّلُ لَا بُدَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْهُ وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ الْأَبْرَارِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَمَنْ فَعَلَهُ وَفَعَلَ الثَّانِيَ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ السَّابِقِينَ وَذَلِكَ مِثْلُ حُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَلْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا بَلْ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمِثْلَ خَشْيَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ دُونَ خَشْيَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَرَجَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ دُونَ رَجَاءِ الْمَخْلُوقِينَ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ دُونَ الْمَخْلُوقِينَ وَالْإِنَابَةِ إلَيْهِ مَعَ خَشْيَتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ } { مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ } وَمِثْلَ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ وَالْمُوَالَاةِ لِلَّهِ وَالْمُعَادَاةِ لِلَّهِ

"নিশ্চয় ক্বলবের আমলসমূহ যাকে কোন কোন সূফী হালাত (অবস্থা), মাকামাত (স্তর), আল্লাহর দিকে সায়েরকারীদের মানজিল, আরেফীনদের মাকাম অথবা এজাতীয় অন্য কোন নাম দিয়েছেন। এর মাঝে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) ফরয করেছেন, এটি ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ। আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) পছন্দ করেছেন কিন্তু তা আবশ্যক করেনি, এগুলো ঈমানের মুস্তাহাব অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রথম বিষয়টি প্রত্যেক মুমিনের জন্য অর্জন করা আবশ্যক। অতঃপর যে শুধু এর উপর সীমাবদ্ধ থাকবে সে নেককার ও আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি অর্জন করবে সে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সাবেকীনদের (অগ্রগামী) অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর প্রতি মহব্বত। বরং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর প্রতি তার মহব্বত অন্য সমস্ত কিছু থেকে বেশি হবে। এমনকি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর মহব্বত এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মহব্বত তার পরিবার, সম্পদ ও অন্যসব কিছু থেকে বেশি হবে। সমস্ত মাখলুক ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর ভয় থাকবে এবং সমস্ত মাখলুক ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর নিকট আশা রাখবে। অন্যান্য মাখলুক থেকে বিমূখ হয়ে এককভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। আল্লাহর দিকে তার প্রতি ভয় রেখে মনোনিবেশ করবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

"তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। যে না দেখে দয়াময় আলাহ্ তা'আলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত।"

[সূরা ক্বাফ,৩২-৩৩]
সাথে সাথে সে আল্লাহর জন্য কারও প্রতি মহব্বত রাখা ও আল্লাহর জন্য কারও প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে এবং আল্লাহর জন্য কারও সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করবে ।
[মাজমুঊল ফাতাওয়া-খ--৭, পৃষ্ঠা-১৯০]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কর্তৃক সূফীদের প্রশংসাঃ

فَأَمَّا الْمُسْتَقِيمُونَ مِنْ السَّالِكِينَ كَجُمْهُورِ مَشَايِخِ السَّلَفِ : مِثْلِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الداراني وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِي السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ والْجُنَيْد بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَمِثْلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَالشَّيْخِ حَمَّادٍ وَالشَّيْخِ أَبِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ . فَهُمْ لَا يُسَوِّغُونَ لِلسَّالِكِ وَلَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ أَوْ مَشَى عَلَى الْمَاءِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الشَّرْعِيَّيْنِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الْمَأْمُورَ وَيَدَعَ الْمَحْظُورَ إلَى أَنْ يَمُوتَ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ . وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ

"সঠিক পথের অনুসারী সালেকগণ যেমন অধিকাংশ সালাফে সালেহীন মাশায়েখ উদাহরণস্বরূপ, ফুযায়েল ইবনে ইয়ায, ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, আবু সুলাইমান দারানী, মা'রুফ কারখী, সারি সাকাতী, জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী যারা পূর্ববর্তী সূফীদের অন্তর্ভূক্ত এবং শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী, শায়েখ হাম্মাদ, শায়েখ আবুল বয়ানসহ অন্যান্য পরবর্তী সূফীগন, সালেক (আল্লাহর পথের পথিক) এর জন্য কখনও এ অনুমতি দেন না যে, তারা শরীয়তের আদেশ-নিষেধের গন্ডি বাইরে যাবে, যদিও তারা বাতাসে ওড়ে কিংবা পানির উপর দিয়ে হেঁটে যায় । বরং তার উপর আবশ্যক হল, মৃত্যু পর্যন্ত শরীয়তের আদেশাবলী মান্য করবে এবং নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে । আর এটি মূলতঃ সত্য, যার উপর কুরআন, সুন্নাহের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের ইজমা সংগঠিত হয়েছে । এ ব্যাপারে তাদের অনেক বক্তব্য রয়েছে"
[মাজমুঊল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা-৫১৬-৫১৭]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

وَأَمَّا أَئِمَّةُ الصُّوفِيَّةِ وَالْمَشَايِخُ الْمَشْهُورُونَ مِنْ الْقُدَمَاءِ : مِثْلُ الْجُنَيْد بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَتْبَاعِهِ وَمِثْلُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَأَمْثَالِهِ فَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ لُزُومًا لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَتَوْصِيَةً بِاتِّبَاعِ ذَلِكَ وَتَحْذِيرًا مِنْ الْمَشْيِ مَعَ الْقَدَرِ كَمَا مَشَى أَصْحَابُهُمْ أُولَئِكَ وَهَذَا هُوَ " الْفَرْقُ الثَّانِي " الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ الْجُنَيْد مَعَ أَصْحَابِهِ . وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ كَلَامُهُ كُلُّهُ يَدُورُ عَلَى اتِّبَاعِ الْمَأْمُورِ ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْمَقْدُورِ وَلَا يُثْبِتُ طَرِيقًا تُخَالِفُ ذَلِكَ أَصْلًا لَا هُوَ وَلَا عَامَّةُ الْمَشَايِخِ الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَيُحَذِّرُ عَنْ مُلَاحَظَةِ الْقَدَرِ الْمَحْضِ بِدُونِ اتِّبَاعِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ كَمَا أَصَابَ أُولَئِكَ الصُّوفِيَّةَ الَّذِينَ شَهِدُوا الْقَدَرَ وَتَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَغَابُوا عَنْ الْفَرْقِ الْإِلَهِيِّ الدِّينِيِّ الشَّرْعِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ مَحْبُوبِ الْحَقِّ وَمَكْرُوهِهِ

"সূফীদের ইমামগণ ও পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ মাশায়েখগণ যেমন জুনায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীগণ এবং শায়েখ আব্দুল কাদের ও অন্যান্য সূফীগণ শরীয়তের আদেশ নিষেধ অনুসরণের আবশ্যকতার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং তা অনুসরণের ওসিয়ত করতেন এবং তাদেরকে শুধু তাকদীরের উপর নির্ভর করে চলতে নিষেধ করতেন যেমন পূর্বে উল্লেখিত (জাহমিয়া) শ্রেণী করেছে। অন্যান্য ভ্রান্ত দল ও সূফীদের মাঝে এটি হল দ্বিতীয় পার্থক্য। যা আলোচনা করেছেন, জুনায়েদ বাগদাদী এবং শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী। তাদের কথার মূলই হল, শরীয়তের আদেশাবলীর অনুসরণ, নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন এবং তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ। তারা এমন কোন তরীকা সাব্যস্ত করেননি যা এর ব্যতিক্রম ছিল। শুধু এরাই নয় বরং মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন মাশায়েখ এমন কোন তরীাকা তৈরি করেননি। বরং তারা কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করে শুধু তাকদীরের উপর ভরসা করে চলা থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন"
[মাজমূউল ফাতাওয়া, খ--৮, পৃষ্ঠা-৩৬৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَ " الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ " وَنَحْوُهُ مِنْ أَعْظَمِ مَشَايِخِ زَمَانِهِمْ أَمْرًا بِالْتِزَامِ الشَّرْعِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الذَّوْقِ وَالْقَدَرِ ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْمَشَايِخِ أَمْرًا بِتَرْكِ الْهَوَى وَالْإِرَادَةِ النَّفْسِيَّةِ

"শায়েখ আব্দুল কাদের ও অন্যান্য যুগশ্রেষ্ঠ মাশায়েখগন শরীয়তকে আঁকড়ে ধরা, শরীয়তের আদেশ-নিষেধকে মান্য করা এবং একে তাক্বদীর ও নিজেদের যাউকের (পছন্দ)

এর উপর প্রাধান্য দেয়ার আদেশ করেছেন । তারা ছিলেন সে সমস্ত শ্রেষ্ঠ মাশায়েখ, যারা কুপ্রবৃত্তি ও মনের ইচ্ছাকে বর্জনের আদেশ দিতেন ।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা-৮৮৪]

আল্লাহ তায়ালাকে কোন কাইফিয়াত ছাড়া দর্শণের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

والْجُنَيْد وَأَمْثَالُهُ أَئِمَّةُ هُدًى وَمَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٌّ . وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْجُنَيْد مِنْ الشُّيُوخِ تَكَلَّمُوا فِيمَا يَعْرِضُ لِلسَّالِكِينَ وَفِيمَا يَرَوْنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْأَنْوَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَحَذَّرُوهُمْ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ ذَاتُ اللَّهِ تَعَالَى

"জুনাইদ বাগদাদী এবং অন্যান্য সূফীগণ হলেন হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ইমাম । সুতরাং এ ব্যাপারে যারা তাদের বিরোধীতা করবে তারা পথভ্রষ্ট । জুনাইদ (রহঃ) ছাড়াও অন্যান্য মাশায়েখ যারা সালেকের বিভিন্ন অবস্থা এবং তাদের অন্তরে যে আলোকমালা দেখতে পান সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তাদেরকে এ ধারণা থেকে সতর্ক করেছেন যে, এ নূরকে যেন আল্লাহর সত্ত্বা মনে না করে ।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৫, পৃষ্ঠা-৩২১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর "আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রহমান ও আউলিয়াইশ শাইতান" নামক কিতাবে লিখেছেন-

فَإِنَّ الْجُنَيْد – قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ – كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى

"নিশ্চয় জুনাইদ (রহঃ) হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন"
[আল-ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ির রহমান ও আউলিয়াইশ শাইতান" পৃষ্ঠা-৯৮]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

فَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْجُنَيْد مِنْ أَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالْمَعْرِفَةِ كَانَ قَدْ اهْتَدَى وَنَجَا وَسَعِدَ

"[সূফীদের আক্বিদার ক্ষেত্রে] যে ব্যক্তি মা'রেফাফ ও তাছাউফের ক্ষেত্রে জুনায়েদ (রহঃ) এর পথ অনুসরণ করবে সে হেদায়াত প্রাপ্ত, নাজাতপ্রাপ্ত ও সফলকাম"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১৪, পৃষ্ঠা-৩৩৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

أَنَّهُمْ مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْأُمَّةِ مِثْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِي وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ والْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ وَمَعْرُوفٍ الْكَرْخِي وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَبِشْرٍ الْحَافِي وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَشَقِيقٍ البلخي وَمَنْ لَا يُحْصَى كَثْرَةً . إلَى مِثْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ : مِثْلُ الْجُنَيْد بْنِ مُحَمَّدٍ القواريري وَسَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التستري وَعُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الْمَكِّيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - إلَى أَبِي طَالِبٍ الْمَكِّيِّ إلَى مِثْلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الكيلاني وَالشَّيْخِ عَدِيٍّ وَالشَّيْخِ أَبِي الْبَيَانِ وَالشَّيْخِ أَبِي مَدِينٍ وَالشَّيْخِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ أَبِي الْوَفَاءِ وَالشَّيْخِ رَسْلَانَ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَالشَّيْخِ عَبْد اللهِ الْيُونِينِيِّ وَالشَّيْخِ الْقُرَشِيِّ وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَوَّلِينَ والآخرين

"এরা হলেন, ইসলামের মাশায়েখ, হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম উম্মতের মাঝে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সত্যের ভাষা দান করেছেন, যেমন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, হাসান বসরী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, মালেক ইবনে আনাস, আওযায়ী, ইবরাহিম ইবনে আদহাম, সুফিয়ান সাউরী, ফুযায়েল ইবনে ইয়ায, মারুফ কারখী, শাফেয়ী, আবু সুলাইমান দারানী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, বিশর আলহাফী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, শাক্কীক বলখী এবং এ জাতীয় অসংখ্য মাশায়েখগন এমনকি পরবর্তী মাশায়েখ যেমন, জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ ক্বাওয়ারেরী, সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসত্বারী, উমর ইবনে উসমান মক্কী এবং তাঁর পরবর্তীগণ, অতঃপর আবু তালেব মক্কী এবং শায়েখ আব্দুল কাদের কিলানী, শায়েখ আদী, শায়েখ আবুল বয়ান, শায়েখ আবু মাদইয়ান, শায়েখ আক্বীল, শায়েখ আবুল ওফা, শায়েখ রসলান, শায়েখ আব্দুর রহীম, শায়েখ আব্দুল্লাহ ইউনিনি, শায়েখ কুরাশী (রহিমাহুল্লাহু আজমাঈন) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্যান্য মাশায়েখ যারা হিযায, শাম, ইরাক, মিসর, মাগরিব, খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৫২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া এর "কিতাবুস সুলুক" অধ্যায়ের "তাযকিয়াতুন নফস" পরিচ্ছেদে লিখেছেন-

وَكَانَ الْجُنَيْد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَيِّدَ الطَّائِفَةِ وَمِنْ أَحْسَنِهِمْ تَعْلِيمًا وَتَأْدِيبًا وَتَقْوِيمًا

"জুনায়েদ (রহঃ) ছিলেন, ওলিকুল শিরোমণি। শিষ্টাচার, শিক্ষা ও পূর্ণতার দিক থেকে সূফীদের মাঝে সর্বোত্তম ছিলেন" [মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা-৬৮৬]

সূফীদের বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথা থাকেঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ " الصُّوفِيَّةِ " وَعُلُومَهُمْ تَخْتَلِفُ فَيُطْلِقُونَ أَلْفَاظَهُمْ عَلَى مَوْضُوعَاتٍ لَهُمْ وَمَرْمُوزَاتٍ وَإِشَارَاتٍ تَجْرِي فِيمَا بَيْنَهُمْ فَمَنْ لَمْ يُدَاخِلْهُمْ عَلَى التَّحْقِيقِ وَنَازَلَ مَا هُمْ عَلَيْهِ رَجَعَ عَنْهُمْ وَهُوَ خَاسِئٌ وَحَسِيرٌ

"জেনে রেখ, তাছাউফ এবং তার ইলম বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। সূফীদের কথায় তাছাউফ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইঙ্গিত থাকে। কখনও কখনও তারা শব্দকে ব্যাপক রাখেন, তাদের পরিভাষার উপর বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন, তারা বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করে থাকেন, যার মর্ম কেবল তারাই অনুধাবন করেন। প্রকৃতপক্ষে যে তাদের সংস্পর্শে অবলম্বন না করে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত না হয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে, তবে সে অপদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ-৫, পৃষ্ঠা-৭৯]

ফানা, হালাত ও মাকামের ব্যাখ্যাঃ

الْفَنَاءَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ " : نَوْعٌ لِلْكَامِلِينَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ ؛ وَنَوْعٌ لِلْقَاصِدِينَ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ؛ وَنَوْعٌ لِلْمُنَافِقِينَ الْمُلْحِدِينَ الْمُشَبِّهِينَ . (فَأَمَّا الْأَوَّلُ) فَهُوَ " الْفَنَاءُ عَنْ إرَادَةِ مَا سِوَى اللَّهِ " بِحَيْثُ لَا يُحِبُّ إلَّا اللَّهَ . وَلَا يَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ وَلَا يَتَوَكَّلُ إلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَطْلُبُ غَيْرَهُ ؛ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقْصَدَ بِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي يَزِيدَ حَيْثُ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدَ إلَّا مَا يُرِيدُ . أَيْ الْمُرَادُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ ؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ الدِّينِيَّةِ وَكَمَالُ الْعَبْدِ أَنْ لَا يُرِيدَ وَلَا يُحِبَّ وَلَا يَرْضَى إلَّا مَا أَرَادَهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ وَأَحَبَّهُ وَهُوَ مَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ ؛ وَلَا يُحِبُّ إلَّا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ : { إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } قَالُوا : هُوَ السَّلِيمُ مِمَّا سِوَى اللَّهِ أَوْ مِمَّا سِوَى عِبَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى إرَادَةِ اللَّهِ . أَوْ مِمَّا سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَذَا الْمَعْنَى إنْ سُمِّيَ فَنَاءً أَوْ لَمْ يُسَمَّ هُوَ أَوَّلُ الْإِسْلَامِ وَآخِرُهُ. وَبَاطِنُ الدِّينِ وَظَاهِرُهُ .

"ফানা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার নবী ও কামেল ওলীদের ফানা। দ্বিতীয় প্রকার হল, ক্বাসেদীন তথা আল্লাহর ওলী ও সৎকর্মশীলদের ফানা। তৃতীয় প্রকার ফানা হল, মুনাফেক ও ধর্মদ্রোহী সাদৃশ্যদানকারীদের ফানা।

প্রথম প্রকারের ফানা হল, গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে নিজের ইচ্ছাকে মিটিয়ে দেয়া অর্থাৎ বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই মহব্বত করবে এবং একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তার উপরই তাওয়াক্কুল করবে এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না। শায়েখ আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ) এর উক্তির উদ্দেশ্য এটিই। তিনি বলেন-"আমি কামনা করি যে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুর ইচ্ছা করব না" অর্থাৎ তাঁর প্রিয় ও সন্তুষ্টপূর্ণ ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বীনি বিষয়ে যে কোন ইচ্ছার ক্ষেত্রে এটিই কাম্য। বান্দা তখনই কামেল হবে, যখন সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুর ইচ্ছা করবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না এবং আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত কোন কিছুকে মহব্বত করবে না। আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেছেন, তা হয়ত আবশ্যকীয় কিংবা মুস্তাহাব পর্যায়ের। আল্লাহ যাকে মহব্বত করেন তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে মহব্বত করবে না, যেমন ফেরেশতা, নবীগন ও সৎকর্মশীলগণ। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে তারা এটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (সেদিন কারও সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে)

সূফীগণ বলেছেন- আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত হৃদয় অথবা আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সকল কিছু থেকে মুক্ত অথবা আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত সকল কিছু থেকে মুক্ত হৃদয়ে যে উপস্থিত হবে। এ সকল অর্থের উদ্দেশ্য এক। আর একে ফানা বলা হয়। এখন কেউ একে ফানা বলুক চাই না বলুক, এটিই মূলতঃ ইসলামের শুরু, এটিই শেষ, এটি দ্বীনের বাহ্যিক (জাহের) এবং এটিই দ্বীনের বাতেন (অভ্যন্তর)।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা-২১৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) "ফানার" দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي : فَهُوَ " الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِّوَى " . وَهَذَا يَحْصُلُ لِكَثِيرٍ مِنْ السَّالِكِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ لِفَرْطِ انْجِذَابِ قُلُوبِهِمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَضَعْفِ قُلُوبِهِمْ عَنْ أَنْ تَشْهَدَ غَيْرَ مَا تَعْبُدُ وَتَرَى غَيْرَ مَا تَقْصِدُ ؛ لَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ غَيْرُ اللَّهِ ؛ بَلْ وَلَا يَشْعُرُونَ ؛ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ : { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا } قَالُوا : فَارِغًا مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى . وَهَذَا كَثِيرٌ يَعْرِضُ لِمَنْ فَقَمَهُ أَمْرٌ مِنْ الْأُمُورِ إمَّا حُبٌّ وَإِمَّا خَوْفٌ . وَإِمَّا رَجَاءٌ يُبْقِي قَلْبَهُ مُنْصَرِفًا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا عَمَّا قَدْ أَحَبَّهُ أَوْ خَافَهُ أَوْ طَلَبَهُ ؛ بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْعُرُ بِغَيْرِهِ . فَإِذَا قَوِيَ عَلَى صَاحِبِ الْفَنَاءِ هَذَا فَإِنَّهُ يَغِيبُ بِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُعَبَّدَةُ مِمَّنْ سِوَاهُ وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَزُلْ وَهُوَ الرَّبُّ تَعَالَى . وَالْمُرَادُ فَنَاؤُهَا فِي شُهُودِ الْعَبْدِ وَذِكْرِهِ وَفَنَاؤُهُ عَنْ أَنْ يُدْرِكَهَا أَوْ يَشْهَدَهَا . وَإِذَا قَوِيَ هَذَا ضَعُفَ الْمُحِبُّ حَتَّى اضْطَرَبَ فِي تَمْيِيزِهِ فَقَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ مَحْبُوبُهُ كَمَا يُذْكَرُ : أَنَّ رَجُلًا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى مُحِبُّهُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ : أَنَا وَقَعْتُ فَمَا أَوْقَعَكَ خَلْفِي قَالَ : غِبْتُ بِكَ عَنِّي فَظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِّي

"দ্বিতীয় প্রকার হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দর্শন ও চিন্তা থেকে ফানা হওয়া। এটি অনেক সালেকেরই অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা তারা আল্লাহর যিকিরের প্রতি অধিক আসক্তি, অধিক ইবাদত ও মহব্বত এবং অন্তরের মুজাহাদার মাধ্যমে এমন স্তরে উন্নীত হন যে, তাদের অন্তর মা'বুদ ব্যতীত অন্য কিছুকে প্রত্যক্ষ করে না, মা'বুদ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি তাদের ক্বলব ধাবিত হয় না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু তাদের কল্পনায়ও আসে না বরং তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করতে পারেন না। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর মা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

"সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। [সূরা ক্বাসাস-১০]

সূফীগণ বলেছেন- তাঁর হৃদয় মুসা (আঃ) এর স্মরণ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এটি অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যেমন কেউ অধিক ভয়, মহব্বত কিংবা অধিক আশায় নিপতিত হলে তার অন্তর অন্য সব কিছু থেকে খালি হয়ে যায় এবং তার অন্তর ভয়, মহব্বত কিংবা আশা ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে তার উদ্দিষ্ট বিষয়ে এতটা নিমগ্ন থাকে যে, অন্য কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে

না। “ফানার” অধিকারীর উপর যখন এ অবস্থা প্রবল হয়, তখন সে তার অস্তিত্ব ভুলে যায়, নিজের ধ্যান থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, নিজের কথা ভুলে আল্লাহকে স্মরণ করে এমনকি অস্তিত্বহীন সকল কিছু তাঁর নিকট ফানা হয়ে যায়, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছুর ইবাদত করা সব কিছু অস্তিত্বহীন মনে হয় এবং এককভাবে আল্লাহ তায়ালাই তাঁর অন্তরে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য হল, বান্দার ধ্যান থেকে এবং বান্দার স্মরণ থেকে মাখলুকাত ফানা হওয়া এবং বান্দা এ সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব কিংবা ধ্যান থেকে ফানা হওয়া। এ অবস্থা যখন প্রবল হয়, তখন প্রেমিক দূর্বল হয়ে পড়ে এমনকি তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতার মাঝে ত্রুটি দেখা যায়, তখন সে নিজেকেই তার প্রেমাস্পদ মনে করতে শুরু করে। যেমন, বলা হয়, এক ব্যক্তি নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তার প্রেমিকও তার পিছে পিছে ঝাঁপ দিয়েছে। তখন সে তার প্রেমিককে জিজ্ঞেস করল যে, আমি নিজে পড়েছি, তোমাকে কে নিক্ষেপ করল? সে বলল- তোমার ধ্যানে আমি আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছি। আমি মনে করেছি তুমিই আমি।”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা-২১৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَفِي هَذَا الْفَنَاءِ قَدْ يَقُولُ : أَنَا الْحَقُّ أَوْ سُبْحَانِي أَوْ مَا فِي الْجُبَّةِ إلَّا اللَّهُ إذَا فَنِيَ بِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمَوْجُودِهِ عَنْ وُجُودِهِ . وَبِمَذْكُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبِمَعْرُوفِهِ عَنْ عِرْفَانِهِ . كَمَا يَحْكُونَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي مَحَبَّةِ آخَرَ فَوَقَعَ الْمَحْبُوبُ فِي الْيَمِّ فَأَلْقَى الْآخَرُ نَفْسَهُ خَلْفَهُ فَقَالَ مَا الَّذِي أَوْقَعَك خَلْفِي ؟ فَقَالَ : غِبْت بِك عَنِّي فَظَنَنْت أَنَّك أَنِّي . وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقَعُ السُّكْرُ الَّذِي يُسْقِطُ التَّمْيِيزَ مَعَ وُجُودِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ كَمَا يَحْصُلُ بِسُكْرِ الْخَمْرِ وَسُكْرِ عَشِيقِ الصُّوَرِ . وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ الْفَنَاءُ بِحَالِ خَوْفٍ أَوْ رَجَاءٍ كَمَا يَحْصُلُ بِحَالِ حُبٍّ فَيَغِيبُ الْقَلْبُ عَنْ شُهُودِ بَعْضِ الْحَقَائِقِ وَيَصْدُرُ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ مِنْ جِنْسِ أُمُورِ السُّكَارَى وَهِيَ شَطَحَاتُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ : كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : أَنْصِبُ خَيْمَتِي عَلَى جَهَنَّمَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْمُخَالِفَةِ لِلشَّرْعِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ صَاحِبُهَا غَيْرَ مَأْثُومٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُشْبِهُ هَذَا الْبَابُ أَمْرَ خُفَرَاءِ الْعَدُوِّ وَمَنْ يُعِينُ كَافِرًا أَوْ ظَالِمًا بِحَالِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ . وَيَحْكُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالْغَلَبَةِ أَمْرًا مُحَرَّمًا . وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِي عُقَلَاءِ الْمَجَانِينِ والمولهين الَّذِينَ صَارَ ذَلِكَ لَهُمْ مَقَامًا دَائِمًا كَمَا أَنَّهُ يَعْرِضُ لِهَؤُلَاءِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ فِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ حَتَّى تَرَكَ شَيْئًا مِنْ

الْوَاجِبَاتِ . إنْ كَانَ زَوَالُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ مِثْلِ الْإِغْمَاءِ بِالْمَرَضِ أَوْ أُسْقِيَ مُكْرَهًا شَيْئًا يُزِيلُ عَقْلَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ أَثِمَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي فِعْلِ الْمُحَرَّمِ . وَكَمَا أَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَلَا حَمْلُ كَلَامِهِمْ وَفِعَالِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ هُمْ فِي الْخَاصَّةِ مِثْلُ الْغَافِلِ وَالْمَجْنُونِ فِي التَّكَالِيفِ

"এ ফানার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সূফীগণ বলেছেন, আমি হক্ব (আল্লাহ), আমার সত্ত্বা সুমহান, অথবা আমার জামার নিচে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখন তারা নিজের ধ্যান থেকে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়, নিজের অস্তিত্ব থেকে আল্লাহর অস্তিত্বে নিমজ্জিত হয়, নিজের স্মরণ থেকে আল্লাহর স্মরণে অবগাহন করে এবং নিজের মা'রেফাত থেকে আল্লাহর মা'রেফাতে ডুব দেয় তখন এ ধরণের পরিস্থিতির স্বীকার হয়। যেমন, ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি অন্য কারও মহব্বতে নিমজ্জিত ছিল। কোন একদিন প্রেমাস্পদ সাগরে পড়ে গেলে প্রেমিকও তার পিছে পিছে নিজেকে সাগরে নিক্ষেপ করল। প্রেমাস্পদ জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে ফেলল? তখন সে বলল, আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি, আমি মনে করেছি, তুমিই আমি। এ অবস্থায় মানুষের মাঝে মাতাল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা তার বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা দূর করে দেয়, কিন্তু ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে, যেমন মদ্যপ ব্যক্তি মদের স্বাদ এবং গাইরুল্লাহর প্রেমিক তার প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করে। কখনও ভয় ও আশার কারণে "ফানা" এর অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেমন মহব্বতের কারণেও ফানার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় অন্তর কিছু কিছু হাকীকত বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার থেকে এমন কিছু কাজ বা কথা প্রকাশ পায়, যা মাতালদের থেকে পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

"قد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من ا لحلول والاتحاد .. لماورد عليه ماغيب عقله أولإناه عما سوى محبوبه ,ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورًا غير معاقب عليه مادام غيرعاقل ...وهذا كما يحكى : أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب في اليم , فألقى الآخر نفسه خلفه فقال :أناوقعت ,فما الذي أوقعك ؟ فقال :غبت بك عني ,فظننت أنك أني.

فهذه الحال تعتري كثيرً امن أهل المحبة والإرادة في جانب الحق ,وفي غيرجانبه ...فإنه يغيب بمحبوبه عن

حبه وعن نفسه , وبمذكوره عن ذكره ...فلا يشعر حينئذ بالتميز ولابوجوده , فقد يقول في هذه الحال :
أنا الحق أوسبحاني أومافي الجبة إلا الله ونحوذلك...

"কিছু মাজযুবের উপর যখন তাদের হালত প্রবল হয়ে যায়, তাদের থেকে এমন কিছু কথা প্রকাশ পায় যা "হুলুল" (অনুপ্রবেশ) ও ইত্তেহাদ (সত্ত্বাগত একাত্মতা) এর অন্তর্ভূক্ত। তার উপর আরোপিত বিষয়ের কারণে তার আক্বল চলে যায়, অথবা তাঁর মাহবুবের প্রতি প্রবল আসক্তির কারণে। এটি তার পক্ষ থেকে কোন গোনাহর কারণে নয়। এক্ষেত্রে তিনি মা'জুর এবং যতক্ষণ তিনি আক্বলহীন থাকবেন ততক্ষণ কোন শাস্তির যোগ্য হবেন না। তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ঘটনার মত যার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, দু'ব্যক্তি একে অপরকে মহব্বত করত। প্রেমাস্পদ সাগরে পড়ে গেলে প্রেমিকও সাগরে পড়ে যায়। তখন প্রেমাস্পদ বলল, আমি পড়ে গেছি, তোমাকে কে ফেলল? প্রেমিক বলল- আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি, আমি ধারণা করেছি, আমি তুমিই।
...এ সমস্ত অবস্থা মহব্বত ও ইরাদার অধিকারী অনেককে হকের পথে পরিচালিত করে, অনেককে তা অন্য দিকে পরিচালিত করে। কেননা সে তার প্রেমাস্পদের মাঝে হারিয়ে যায় এমনিক নিজের প্রেম ও অস্তিস্ত্ব সম্পর্কে ভুলে যায়, যিকিরের মাধ্যমে সে আল্লাহর ইশকের মাঝে হারিয়ে যায়, তখন তার কোন পার্থক্য জ্ঞান থাকে না এবং সে নিজের অস্তিস্ত্ব বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় কখনও তারা বলে থাকে যে, আমি হক্ব, আমার সত্ত্বা মহান, অথবা আমার জামার নিচে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই নয় ইত্যাদি।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২, পৃষ্ঠা-৩৯৬]

সূফীদের হালত অবস্থায় তাদের থেকে শরীয়ত বিরোধী কথার হুকুমঃ

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-
وَيُحْكُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبِ غَيْرِ مُحَرَّمٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ زَوَالِ الْعَقْلِ وَالْغَلَبَةِ أَمْرًا مُحَرَّمًا

"সূফীদের এধরণের বক্তব্যের হুকুম হল, তাদের আক্বল যদি হারাম কোন কারণ ব্যতীত চলে যায়, তবে তাদের থেকে যে সমস্ত হারাম কথা ও কাজ প্রকাশ পায় তার জন্য

তিনি গোনাহগার হবেন না । তবে যদি তার আক্বল চলে যাওয়ার কারণ কোন হারাম বিষয় হয়, তবে তার হুকুম ভিন্ন । (অর্থাৎ সে গোনাহগার ও শাস্তিযোগ্য হবে) ।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১০, পৃষ্ঠা-৩৪০]

হুলুলের আক্বীদা থেকে সূফীগণ মুক্তঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِاَللَّهِ يَعْتَقِدُ حُلُولَ الرَّبِّ تَعَالَى بِهِ ؛ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ وَلَا اتِّحَادَهُ بِهِ . وَإِنَّ سَمْعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِ أَكَابِرِ الشُّيُوخِ . فَكَثِيرٌ مِنْهُ مَكْذُوبٌ اخْتَلَقَهُ الْأَفَّاكُونَ مِنْ الِاتِّحَادِيَّةِ المباحية ؛ الَّذِينَ أَضَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ وَأَلْحَقَهُمْ بِالطَّائِفَةِ النَّصْرَانِيَّةِ

"আল্লাহর মা'রেফাত লাভে ধন্য কেউ আল্লাহর ব্যাপারে এ আক্বীদা পোষণ করেন না যে, আল্লাহ তার মাঝে কিংবা অন্য কোন মাখলুকের মাঝে প্রবেশ করেছে (হুলুলের আক্বীদা) এবং তারা আল্লাহর সত্ত্বার সাথে একীভূত (ইত্তেহাদ) হওয়ার আক্বীদাও পোষণ করেন না । কোন কোন শায়েখ থেকে এজাতীয় যে সমস্ত বক্তব্য বর্ণিত আছে, এর অধিকাংশ মিথ্যা, যা সৃষ্টি করেছে ইত্তেহাদের আক্বীদায় বিশ্বাসী এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোক. যাদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদেরকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত করেছে"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

ثُمَّ الصُّوفِيَّةُ الْمَشْهُورُونَ عِنْدَ الْأُمَّةِ – الَّذِينَ لَهُمْ لِسَانُ صِدْقٍ فِي الْأُمَّةِ – لَمْ يَكُونُوا يَسْتَحْسِنُونَ مِثْلَ هَذَا ؛ بَلْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلَهُمْ فِي الْكَلَامِ فِي ذَمِّ صُحْبَةِ الْأَحْدَاثِ وَفِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْحُلُولِ وَبَيَانِ مُبَايَنَةِ الْخَالِقِ : مَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ

" উম্মতের মাঝে প্রসিদ্ধ সূফীগণ, উম্মতের মাঝে যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের কেউ এ ধরণের আক্বীদা পছন্দ করতেন না । বরং তারা এ থেকে নিষেধ করতেন । আল্লাহর যাতের সাথে নশ্বর (হাদেস) কোন বিষয় সম্পৃক্ত কারীদের তারা নিন্দা করেছেন ।

হুলুলের আক্বীদা পোষকারীদের মত খ-ন করেছেন এবং খালেক ও মাখলুক ভিন্ন হওয়ার আক্বীদা পোষণ করেছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১৫, পৃষ্ঠা-৪২৭]

এজন্য আল্লামা শা'রাণী (রহঃ) বলেন-

ولعمري إذا كان عُبَّاد الأوثان لم يتجرؤوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله ؛ بل قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكيف يُظَن بأولياء الله تعالى أنهم يدَّعون الاتحاد بالحق على حدٍّ ما تتعقله العقول الضعيفة ؟! هذا كالمحال في حقهم رضي الله تعالى عنهم، إذ ما مِن وليٍّ إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، وأنها خارجة عن جميع معلومات الخلائق، لأن الله بكل شيء محيط

"আমার জীবনের শপথ! যখন মূর্তিপূজকেরা একথা বলার দুঃসাহস দেখায় না যে,তারা যার পূজা করছে, সেটিই আল্লাহ, বরং তারা বলে, আমরা তাদের ইবাদত করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করিয়ে দেয়, সুতরাং কিভাবে ওলীআল্লাহদের সম্পর্কে একথা বলা হবে যে, তারা কোনভাবে আল্লাহ তায়ালার সাথে একীভূত (ইত্তেহাদ) হওয়ার দাবী করেছেন! কারও ন্যুনতম আক্বল থাকলে সে এধরণের কথা বলবে না। তাদের সম্পর্কে এধরণের কথা বলা অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক ওলীই জানেন যে, আল্লাহর যাতের হাকীকত সমস্ত মাখলুকের হাকীকত থেকে ভিন্ন এবং আল্লাহর হাকীকত সমস্ত মাখলুকাতের ইলমের সীমার বাইরে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছু বেষ্টন করে আছেন।"
[আল-ইয়াক্বিত ওয়াল জাওয়াহির, খ--১, পৃষ্ঠা-৮৩]

সূফীগণ তাকফীর থেকে মুক্তঃ

নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার আক্বীদা অস্বীরকারী কাফের হবে না। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَلَوْ كَفَرَ هَؤُلَاءِ لَزِمَ تَكْفِيرُ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَفِيَّةِ ، وَالْحَنْبَلِيَّةِ ، وَالْأَشْعَرِيَّةِ ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَالصُّوفِيَّةِ : الَّذِينَ لَيْسُوا كُفَّارًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

"যদি এদেরকে কাফের বলা হয়, তবে শাফেয়ী, মালেকী, হানাফী, হাম্বলী, আশআরী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং সূফীদের অনেককে কাফের বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। "মসুলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত বিষয় হল, পূর্বোক্ত কেউ কাফের নয়"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৩৫, পৃষ্ঠা-১০১]

যিকিরের মজলিশ ও উচ্চস্বরে যিকিরঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) কে যিকিরের মজলিশ ও উচ্চস্বরে যিকির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এবং এ সমস্ত মজলিশে মানুষের যে বিভিন্ন হালত হয়, যেমন-ক্রন্দন, শরীরে কম্পন, চিৎকার কিংবা মৃত্যু এগুলো বৈধ না কি বিদআত?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ ফতোয়াটি আরবীতে টিকায়[3] উল্লেখ করেছি। এখানে ফতোয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল-

---

[3] وَسُئِلَ :

عَنْ رَجُلٍ يُنْكِرُ عَلَى أَهْلِ الذِّكْرِ يَقُولُ لَهُمْ : هَذَا الذِّكْرُ بِدْعَةٌ وَجَهْرُكُمْ فِي الذِّكْرِ بِدْعَةٌ وَهُمْ يَفْتَتِحُونَ بِالْقُرْآنِ وَيَخْتَتِمُونَ ثُمَّ يَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَيَجْمَعُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالْحَوْقَلَةَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنْكِرُ يُعْمِلُ السَّمَاعَ مَرَّاتٍ بِالتَّصْفِيقِ وَيُبْطِلُ الذِّكْرَ فِي وَقْتِ عَمَلِ السَّمَاعِ "

فَأَجَابَ :الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إلَى حَاجَتِكُمْ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ { وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَك وَيَحْمَدُونَك } لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا يُجْعَلُ سُنَّةً رَاتِبَةً يُحَافَظُ عَلَيْهَا إلَّا مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَاتِ ؟ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَمِنْ الْجُمُعَاتِ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا مُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادٍ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَمَا سُنَّ عَمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ كَالْمَكْتُوبَاتِ : فُعِلَ كَذَلِكَ وَمَا سُنَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ مِنْ الْأَوْرَادِ عُمِلَ كَذَلِكَ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – يَجْتَمِعُونَ أَحْيَانًا : يَأْمُرُونَ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ : اجْلِسُوا بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً . وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ التَّطَوُّعَ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّاتٍ وَخَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَفِيهِمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ فَجَلَسَ مَعَهُمْ يَسْتَمِعُ وَمَا يَحْصُلُ عِنْدَ السَّمَاعِ وَالذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ مِنْ وَجَلِ الْقَلْبِ وَدَمْعِ الْعَيْنِ وَاقْشِعْرَارِ الْجُسُومِ فَهَذَا أَفْضَلُ الْأَحْوَالِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . وَأَمَّا الِاضْطِرَابُ الشَّدِيدُ وَالْغَشْيُ وَالْمَوْتُ وَالصَّيْحَاتُ فَهَذَا إنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُلَمْ عَلَيْهِ كَمَا قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَإِنَّ مَنْشَأَهُ قُوَّةُ الْوَارِدِ عَلَى الْقَلْبِ مَعَ ضَعْفِ الْقَلْبِ وَالْقُوَّةُ وَالتَّمَكُّنُ أَفْضَلُ كَمَا هُوَ حَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَأَمَّا السُّكُونُ قَسْوَةً وَجَفَاءً فَهَذَا مَذْمُومٌ لَا خَيْرَ فِيهِ . وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ السَّمَاعِ : فَالْمَشْرُوعُ الَّذِي تَصْلُحُ بِهِ الْقُلُوبُ وَيَكُونُ وَسِيلَتَهَا إلَى رَبِّهَا بِصِلَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا : هُوَ سَمَاعُ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ سَمَاعُ خِيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ } وَقَالَ : { زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ } وَهُوَ السَّمَاعُ الْمَمْدُوحُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . لَكِنْ لَمَّا نَسِيَ بَعْضُ الْأُمَّةِ حَظًّا مِنْ هَذَا السَّمَاعِ الَّذِي ذُكِّرُوا بِهِ أَلْقَى بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فَأَحْدَثَ قَوْمٌ سَمَاعَ الْقَصَائِدِ وَالتَّصْفِيقِ وَالْغِنَاءِ مُضَاهَاةً لِمَا ذَمَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ وَالْمُشَابَهَةِ لِمَا ابْتَدَعَهُ النَّصَارَى وَقَابَلَهُمْ قَوْمٌ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً : مُضَاهَاةً لِمَا عَابَهُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ . وَالدِّينُ الْوَسَطُ هُوَ مَا عَلَيْهِ خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءِ عَمَلٌ صَالِحٌ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا يُجْعَلُ سُنَّةً رَاتِبَةً يُحَافَظُ عَلَيْهَا

"আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ, দু'আ ইত্যাদি করার জন্য জন সমাবেশ করা একটি নেক আমল। এটি বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। তবে উচিৎ হল, এ্টি মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় করা উচিৎ। এটিকে ধরাবাঁধা আবশ্যকীয় কোন নিয়ম বানান উচিৎ নয়"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২২, পৃষ্ঠা-৫২০]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَمَا يَحْصُلُ عِنْدَ السَّمَاعِ وَالذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ مِنْ وَجَلِ الْقَلْبِ وَدَمْعِ الْعَيْنِ وَاقْشِعْرَارِ الْجُسُومِ فَهَذَا أَفْضَلُ الْأَحْوَالِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . وَأَمَّا الِاضْطِرَابُ الشَّدِيدُ وَالْغَشْيُ وَالْمَوْتُ وَالصَّيْحَاتُ فَهَذَا إنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُلَمْ عَلَيْهِ كَمَا قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

"যিকির ও আলোচনার সময় যে অন্তরে ভয়, চোখে অশ্রু, শরীরে কম্পন ইত্যাদি অর্জিত হয়, এটি মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত সর্বোত্তম হালত। তবে কারও থেকে যদি অনিচ্ছায় অস্বাভাবিক অস্থিরতা, অচেতনতা, মৃত্যু এবং চিৎকার ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তবে সে এর জন্য নিন্দিত হবে না। যেমন তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের এমনটি হত।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২২, পৃষ্ঠা-৫২২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন[4]-

الِاجْتِمَاعُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً - كَالِاجْتِمَاعَاتِ الْمَشْرُوعَةِ - وَلَا اقْتَرَنَ بِهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ

"কুরআন তেলাওয়াত, যিকির, দু'য়া ইত্যাদির জন্য সমবেত হওয়া উত্তম ও মুস্তাহাব, যদি এটাকে ধরাবাঁধা নিয়ম হিসেবে গ্রহণ না করে, যেমন শরীয়তের বিভিন্ন

---

[4] وَسُئِلَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – :
عَنْ عَوَامَّ فُقَرَاءَ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسْجِدٍ يَذْكُرُونَ وَيَقْرَءُونَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَدْعُونَ وَيَكْشِفُونَ رُءُوسَهُمْ وَيَبْكُونَ وَيَتَضَرَّعُونَ وَلَيْسَ قَصْدُهُمْ مِنْ ذَلِكَ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ يَفْعَلُونَهُ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الِاجْتِمَاعُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ إذَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ عَادَةً رَاتِبَةً – كَالِاجْتِمَاعَاتِ الْمَشْرُوعَةِ – وَلَا اقْتَرَنَ بِهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ وَأَمَّا كَشْفُ الرَّأْسِ مَعَ ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ لَا سِيَّمَا إذَا اُتُّخِذَ عَلَى أَنَّهُ عِبَادَةٌ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُنْكَرًا وَلَا يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

আমলের জন্য নিয়মিত সমবেত হতে হয় (যেমন-নামায) এবং এ সমাবেশের সাথে কোন বিদআত আমল সংশ্লিষ্ট না থাক”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--২২, পৃষ্ঠা-৫২৩]

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর মাধ্যমে বরকত লাভঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ছাত্র হাফেয উমর ইবনে আলী আল-বাজ্জার (রহঃ) ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর জীবনীর উপর লিখিত “আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া” নামক কিতাবে লিখেছেন-

فقل ان يراه احد ممن له بصيرة الا وانكب على يديه يقبلهما حتى انه كان اذا راه ارباب المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عليه والتبرك به

“যখনই জ্ঞানী কেউ তাকে দেখত, তার হস্ত চুম্বনে অগ্রসর হত। এমনকি জীবিকা নির্বাহী ব্যবসায়ীরা যখন তাঁকে দেখত, তাকে সালাম দেযা ও তার নিকট থেকে বরকত লাভের জন্য তাদের দোকান থেকে বেরিয়ে আসত।”
[“আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া” খ--১, পৃষ্ঠা-৩৯]

হাফেয বাজ্জার (রহঃ) বলেন-

"وكان رضي الله عنه كثيرا مايرفع طرفه إلى السماء لا يكاد يفتر من ذلك كأنه يرى شيئا يثبته بنظره فكان هذا دابة مدة إقامتي بحضرته. فسبحان الله ما اقصر ما كانت يا ليتها كانت طالت ولا والله ما مر على عمري إلى ألان زمان كان احب إلى من ذلك الحين ولا رأيتني في وقت احسن حالا مني حينئذ وما كان إلا ببركة الشيخ رضي الله عنه".

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) অনেক সময় আসমানের দিকে দৃষ্টি দিতেন এবং দৃষ্টি ফেরাতেন না, যেন তিনি কোন জিনিস তার দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। এটি ছিল হযরতের দরবারে আমার অবস্থানের সময়। সুবহানাল্লাহ! আমার অবস্থান ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, হায় যদি তা দীর্ঘ হত! আল্লাহর শপথ! এখনও পর্যন্ত আমার জীবনে ঐ সময়ের চেয়ে প্রিয়

কোন সময় অতিবাহিত হয় নি। সে সময়ে আমি সর্বোত্তম অবস্থায় ছিলাম। আর এ সব কিছু ছিল শায়েখ (রহঃ) এর বরকত”
[“আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া” খ--১, পৃষ্ঠা-৪১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা হাফেয বাজ্জার (রহঃ) লিখেছেন-

وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن غسله حتى حصل لكل واحد منهم شيء قليل , ثم أخرجت جنازته فما هو إلا ان رآها الناس فأكبوا عليها من كل جانب كلا منهم يقصد التبرك بها حتى خشي على النعش ان يحطم قبل وصوله إلى القبر

“তাঁর গোসল দানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি সকলেই গোসলের অতিরিক্ত পানি নেয়ার জন্য ভিড় করল। ফলে তাদের প্রত্যেকেই অল্প অল্প করে তা নিল। অতঃপর তাঁর জানাযা বের করা হল। মানুষ যখন তার জানাযা দেখল, চতুর্দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, প্রত্যেকেই তার মাধ্যমে বরকত লাভের উদ্দেশ্য এসেছেন, এমনকি কবরে পৌঁছার পূর্বে খাটিয়া ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা হল”
[“আল-আ’লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া” খ--১, পৃষ্ঠা-৮৩]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিকট বরকত লাভ বৈধঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর “ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম” নামক কিতাবে লিখেছেন-

"فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده

“ইমাম আহমাদসহ অন্যান্যরা রাসূল (সঃ) এর মেম্বার ও রমানা যার উপর রাসূল (সঃ) হাত ও পা রাখতেন তা স্পর্শ করা জায়েয মনে করেছেন”
[“ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম”, খ--১, পৃষ্ঠা-৩৬৭]

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর যিকির ঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ছাত্র হাফেয বাজ্জার (রহঃ) বলেন,

"وكان قد عرفت عادته؛ لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر فلا يزال في الذكر يسمع نفسه وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر في تقليب بصره نحو السماء. هكذا دأْبُه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة.

وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيراً من الليل. وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله ـ أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس ـ في تكرير تلاوتها

"শায়েখ (রহঃ) এর অভ্যাস ছিল যে, তার সাথে ফজরের পরে প্রয়োজন ব্যতীত কেউ কথা বলত না। ফজরের পরে তিনি এমনভাবে যিকির করতেন যে, তিনি শ্রবণ করতেন কখনও তার পাশের ব্যক্তিও শুনতে পেত। যিকিরের মাঝে মাঝে তিনি আসমানের দিকে তার দৃষ্টি ঘুরাতেন। সূর্যোদয় এবং নামায আদায়ের নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি তাঁর আমল ছিল। আমি যখন দামেশকে অবস্থান করছিলাম, সারাদীন এবং রাতের অধিকাংশ তার সাথে অতিবাহিত করতাম। তিনি আমাকে তার নৈকট্য দানে ধন্য করেন, এমনকি তিনি আমাকে পাশে বসাতেন। তিনি কী পড়তেন এবং কী কী যিকির করতেন তা আমি শুনতে পেতাম। আমি দেখলাম যে, তিনি বার বার সূরা ফাতেহা পড়েন এবং এর মাঝেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করেন অর্থাৎ ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।"

[আল-আ'লামুল আলিয়া ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা বাজ্জার (রহঃ), খ--১, পৃষ্ঠা-৩৮]

কখনও কখনও যিকির করতে করতে সকালের একটা অংশ কেটে যেত। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন-

أنه جاء إليه وقد ارتفع النهار فاستغرب جلوسه فقال له: (هذه غدوتي لو لم أتغدها سقطت قواي)

“একদা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর নিকট আগমন করেন, তখন সূর্য অনেক উপরে উঠে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর যিকিরের হালতে রয়েছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এতে আশ্চর্যন্বিত হলেন। আল্লামা ইবনে তাইমিযা (রহঃ) বললেন, “যিকির হল আমার সকলের নাস্তা, যদি আমি এটি আহার না করি আমার শক্তি চলে যাবে”
[আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, পৃষ্ঠা-৫৩, আর-রদ্দুল ওয়াফির, পৃষ্ঠা-৬৯]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর আমলও এটি ছিল। তিনিও দীর্ঘ সময় যিকির করতেন, এমনকি দীনের অনেক অংশ অতিবাহিত হয়ে যেত।
[ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া হায়াতুহু ও আছারুহু, পৃষ্ঠা-৪৬, আদ-দুরারুল কামিনা, আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী (রহঃ), খ--৪, পৃষ্ঠা-২১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর চেয়েও বেশি যিকির–আযকার করতেন। তিনি বলেছেন-

أن في الذكر أكثر من مائة فائدة

“যিকিরের মাঝে একশটিরও বেশি উপকারিতা রয়েছে”
[আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, পৃষ্ঠা-৫২]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর কিতাবে যিকেরর প্রায় ৯০ টি ফায়দা লিখেছেন।
[আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব, পৃষ্ঠা-৫২-১২০]

তাছাউফ বিদ্বেষী যে সমস্ত আহলে হাদীস বা সালাফী পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের যিকির বা আমলকে বিদআত আখ্যা দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে, তাদের কাছে নিবেদন হল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উপর বিদআতী হওয়ার ফয়সালা দিন! তিনি একটি নির্দিষ্ট সূরাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এটি ওযিফা হিসেবে প্রতিদিন পাঠ করতেন। শরীয়তে এর কোন দলিল নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিজস্ব একটি আমল। যদি

যিকির ও ওযিফা পালন বিদআত হয়, তাহলে আপনাদের ফতওয়া অনুযায়ী আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বিদআতে লিপ্ত ছিলেন!

ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন-

لم أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه

"আল্লাহর নিকট দু'য়া, ক্রন্দন, সাহায্য প্রার্থনা ও অধিক তাওয়াজ্জুহের অধিকারী তার মত আর কাউকে আমি দেখিনি"
[ওকাফাতুন বাহিয়্যা মিন হায়াতি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, আবু ইয়াঝিন হামযা বিন ফা'য়ে আল ফাতহী, পৃষ্ঠা-৪ (শামেলা)]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর দৃষ্টিতে বিদআতঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর কিতাব "ক্বাইদাতুন জালিলা ফিত তাউস্সুলি ওয়াল ওসিলা" তে লিখেছেন-

وكل بدعةليست واجبة ولامستحبة فهي بدعةسيئةوهي ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ماليس بمستحب ولاواجب فلايقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله

"প্রত্যেক বিদআত যা মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা বিদআতে সাইয়্যা (নিন্দনীয় বিদআত)। আর এটি উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে ভ্রষ্টতা। কোন কোন বিদআতের ক্ষেত্রে যারা বলেন যে, এটি বিদআতে হাসানা, এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন প্রমাণিত হবে যে, তা মুস্তাহাব। আর যখন কোন বিদআত এমন হবে যে, তা মুসতাহাব বা ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত নয়, সেটিকে কোন মুসলমান বিদআতে হাসানার অন্তর্ভূক্ত করে না, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়"
[ক্বাইদাতুন জালিলা ফিত তাউস্সুলি ওয়াল ওসিলা, পৃষ্ঠা-৪৬ (মাকতাবায়ে শামেলা)]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) সুস্পষ্টভাব বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যা হিসেবে ভাগ করেছেন। এবং বিদআতে হাসানা হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যে শর্ত দিয়েছেন, অন্যান্য উলামায়ে কেরামও একই শর্ত দিয়ে থাকেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন-

إِذَا الْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ – عِنْدَ مَنْ يُقَسِّمُ الْبِدَعَ إلَى حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ – لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحِبَّهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ وَيَقُومُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُ : الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا مَذْمُومَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } وَيَقُولُ قَوْلُ عُمَرَ فِي التَّرَاوِيحِ : " نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ " إنَّمَا أَسْمَاهَا بِدْعَةً : بِاعْتِبَارِ وَضْعِ اللُّغَةِ . فَالْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ

"যারা বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যা হিসেবে ভাগ করেছেন, তাদের নিকট বিদআতে হাসান হওয়ার জন্য আবশ্যক হল, অনুসরণীয় কোন আলেম একে মুস্তাহাব মনে করেন, এবং এটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে শরীযতের দলিল পাওয়া যায়। আর যারা বলে যে, শরীয়তে সকল বিদআতই নিন্দনীয়; কেননা রাসূল (সঃ) সহীহ হাদীসে বলেছেন, "প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা", আর তারাবীহের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাঃ) যে বলেছেন, "এটি উত্তম একটি বিদআত" তিনি শাব্দিক অর্থে বিদআত বলেছেন, এদের নিকটও বিদআত হল, এমন আমল যার মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কোন দলিল নেই" [মাজমুউল ফাতাওয়া,খ--২৭, পৃষ্ঠা-১৫২]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিকট ইলমে বাতেনঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন-

عِلْمَ الْبَاطِنِ الَّذِي هُوَ عِلْمُ إيمَانِ الْقُلُوبِ وَمَعَارِفِهَا وَأَحْوَالِهَا هُوَ عِلْمٌ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ الْبَاطِنَةِ وَهَذَا أَشْرَفُ مِنْ الْعِلْمِ بِمُجَرَّدِ أَعْمَالِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ

"ইলমে বাতেন হল, ক্বলবের ইমান, মা'রেফাত, ও হালতের ইলম । ইলমে বাতেন হল, অভ্যন্তরীণ ঈমানের হাকীকত । শুধু বাহ্যিক আমলের চেয়ে ইলমে বাতেনের এই ইলম অধিক মর্যাদাবান"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২২৫]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَفِيهِمْ مَنْ يُفَضِّلُ عَلِيًّا فِي الْعِلْمِ الْبَاطِنِ كَطَرِيقَةِ الْحَرْبِيِّ وَأَمْثَالِهِ وَيَدَّعُونَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَعْلَمَ بِالْبَاطِنِ وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ أَفْضَلُ مِنْ جِهَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ كَانَ أَعْلَمَ بِالظَّاهِرِ . وَهَؤُلَاءِ عَكْسُ مُحَقِّقِي الصُّوفِيَّةِ وَأَئِمَّتِهِمْ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِالْعِلْمِ الْبَاطِنِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ . وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ وَحَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ

"শিয়াদের কেউ কেউ যেমন হারবী তরীকার লোকেরা ইলমে বাতেনের ক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ) কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে এবং তারা দাবী করে যে, হযরত আলী (রাঃ) ইলমে বাতেনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত ছিলেন এবং এ ইলম তাদের নিকট যাহিরের চেয়ে উত্তম । আর হযরত আবু বকর (রাঃ) যাহিরি ইলমের অধিকারী ছিলেন । এরা তাছাউফের ইমাম ও গবেষক সূফীগণের বিপরীত মত পোষণ করে । কেননা তাছাউফের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইলমে বাতেনের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) । আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইলমে যাহের ও বাতেনের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন । এবং অনেকে এ ব্যাপারে ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন ।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১৩, পৃষ্ঠা-২৩৭]

ইলমে বাতেনের হুকুম ঃ

وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ بِالْعِلْمِ الْبَاطِنِ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْطُنُ عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ فَهَذَا عَلَى نَوْعَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " بَاطِنٌ يُخَالِفُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ . و " الثَّانِي " لَا يُخَالِفُهُ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَاطِلٌ ؛ فَمَنْ ادَّعَى عِلْمًا بَاطِنًا أَوْ عِلْمًا بِبَاطِنِ وَذَلِكَ يُخَالِفُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ كَانَ مُخْطِئًا إمَّا مُلْحِدًا زِنْدِيقًا وَإِمَّا جَاهِلًا ضَالًّا . وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ

الْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ الظَّاهِرِ قَدْ يَكُونُ حَقًّا وَقَدْ يَكُونُ بَاطِلًا فَإِنَّ الْبَاطِنَ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الظَّاهِرَ لَمْ يُعْلَمْ بُطْلَانُهُ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ لِلظَّاهِرِ الْمَعْلُومِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ حَقٌّ قُبِلَ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بَاطِلٌ رُدَّ وَإِلَّا أُمْسِكَ عَنْهُ

"ইলমে বাতেন দ্বারা যদি এমন ইলম উদ্দেশ্য হয়, যা অধিকাংশ মানুষ কিংবা কিছু মানুষ থেকে গোপন থাকে, তবে এটি দু'প্রকার। প্রথম প্রকার, এমন ইলমে বাতেন যেটি ইলমে যাহেরের বিরোধী। দ্বিতীয় প্রকার, যেটি ইলমে যাহেরের বিরোধী নয়। প্রথম প্রকারের ইলমে বাতেন সম্পূর্ণ বাতেল, প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন ইলমে বাতেনের দাবী করল, যা বাহ্যিক শরীয়তে ইলমের বিপরীত তবে সে ভুল, অথবা মুরতাদ-যিন্দিক, অথবা পথভ্রষ্ট-মূর্খ। আর যদি ইলমে বাতেন ইলমে যাহেরের বিরোধী না হয়, তবে এটি ইলমে কালামের মত, কখনও এটি সত্য হয়, আবার কখনও এটি ভুল হয়। কোন একটি বিষয় ইলমে যাহেরের বিরোধী হলেই বাতিল সাব্যস্ত। এখন যদি জানা যায়, এ ইলমে বাতেন হক্ব তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। আর যদি জানা যায় যে, এটি বাতেল, তবে তা প্রত্যাখ্যাত, নুতবা এধরণের ইলম থেকে বিরত থাকতে হবে"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১৩, পৃষ্ঠা-২৩৬]

কাশফ ও ইলহাম

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

فَمَا كَانَ مِنْ الْخَوَارِقِ مِنْ " بَابِ الْعِلْمِ " فَتَارَةً بِأَنْ يُسْمِعَ الْعَبْدَ مَا لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ . وَتَارَةً بِأَنْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا . وَتَارَةً بِأَنْ يَعْلَمَ مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ وَحْيًا وَإِلْهَامًا أَوْ إنْزَالُ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ أَوْ فِرَاسَةٍ صَادِقَةٍ وَيُسَمَّى كَشْفًا وَمُشَاهَدَاتٍ وَمُكَاشَفَاتٍ وَمُخَاطَبَاتٍ : فَالسَّمَاعُ مُخَاطَبَاتٌ وَالرُّؤْيَةُ مُشَاهَدَاتٌ وَالْعِلْمُ مُكَاشَفَةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ كُلُّهُ "كَشْفًا " وَ " مُكَاشَفَةً " أَيْ كَشَفَ لَهُ عَنْهُ

"ইলমের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশিত হয় যেমন, কখনও কোন কোন বান্দা এমন কিছু শ্রবণ করে যা অন্যরা করে না, কিংবা কখনও স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় এমন জিনিস দেখে, যা অন্যরা দেখে না, অথবা ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে কখনও

এমন জিনিস অবগত হয়, যা অন্যরা জানে না, অথবা তার উপর আবশকীয় ইলম অবতীর্ণ হয়, অথবা সত্য ফিরাসাত যাকে কাশফ ও মোশাহাদা বলা হয়, সমষ্টিগতভাবে এগুলোকে কাশফ ও মুকাশাফা বলে অর্থাৎ তার নিকট উন্মোচিত করা হয়েছে”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-৩১৩]

পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহর দর্শনঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

إذا سكن الغدير على صفاء ** وجنب أن يحركه النسيم ** بدت فيه السماء بلا امتراء
**كذاك الشمس تبدو والنجوم ** كذاك قلوب أرباب التجلي *يرى في صفوها الله العظيم

“পুকুর যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং এর এক প্রান্ত মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয়, পরিষ্কারভাবে তাতে আসমান দৃশ্যমান হয়। তেমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রও দেখা যায়। একইভাবে ‘তাজাল্লীর অধিকারী ক্বলব সমূহের পরিচ্ছন্নতায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দৃশ্যমান হন।”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৬, পৃষ্ঠা-২৮]

স্বপ্নে আল্লাহকে দর্শনঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

وَمَنْ رَأَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَنَامِ فَإِنَّهُ يَرَاهُ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ بِحَسَبِ حَالِ الرَّائِي إنْ كَانَ صَالِحًا رَآهُ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ ؛ وَلِهَذَا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

“যে ব্যক্তি স্বপ্নে আল্লাহকে দেখল, সে আল্লাহকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতিতে দেখবে। এটি দর্শকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি সে নেককার হয়, তবে আল্লাহকে উত্তম আকৃতিতে দেখবে। এজন্য নবী কারীম (সঃ) আল্লাহকে সর্বোত্তম আকৃতিতে দেখেছেন”
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৫, পৃষ্ঠা-২৫১]

মোশাহাদা ঃ

وَ " الْمُشَاهَدَاتُ " الَّتِي قَدْ تَحْصُلُ لِبَعْضِ الْعَارِفِينَ فِي الْيَقَظَةِ كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا خَطَبَ إلَيْهِ ابْنَتَهُ فِي الطَّوَافِ : أَتُحَدِّثُنِي فِي النِّسَاءِ وَنَحْنُ نَتَرَاءَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي طَوَافِنَا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِثَالِ الْعِلْمِيِّ الْمَشْهُودِ

" জাগ্রত অবস্থায় কোন কোন আরেফ মোশাহাদা লাভ করেন। যেমন, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) কে তওয়াফ অবস্থায় হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিলে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, "তুমি আমার সাথে কাছে মহিলাদের আলোচনা করছ, অথচ আমি তওয়াফ অবস্থায় আল্লাহর দর্শন লাভ করছি"। এ জাতীয় আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। এ সকল ঘটনা দ্বারা ইলমী মোশাহাদা উদ্দেশ্য।"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৫, পৃষ্ঠা-২৫১]

আউলিয়াদের কারামত

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ كَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الْأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হল, আউলিয়াদের কারামতের সত্যায়ন করা। এবং ইলম, কাশফ, বিভিন্ন প্রকার কুদরত ও তা'ছীরের ক্ষেত্রে তাদের থেকে যেসমস্ত অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশিত হয, তার সত্যায়ন করা। যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে আসহাবে কাহাফ ও অন্যান্যদের কারামত এবং এ উম্মতের মাঝে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন ও কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে কারামত প্রকাশ পেতে থাকবে। সুতরাং এ উম্মতের কারামত কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৩, পৃষ্ঠা-১৫৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ هُمْ الْمُقْتَدُونَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَنْتَهُونَ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ ؛ وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهُ فِيهِ فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَرُوحٍ مِنْهُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ . وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَّةٍ فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاجَةٍ بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا كَانَتْ مُعْجِزَاتُ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إنَّمَا حَصَلَتْ بِبَرَكَةِ اتِّبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"মুত্তাকী ওয়ালী আল্লাহগণ যারা রাসূল (সঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী, রাসূল (সঃ) যা আদেশ করেছেন, তা পালন করে এবং রাসূল (সঃ) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন সেসমস্ত বিষয়ে আনুগত্য করে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেন, এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা নূর দান করেন। তাদের বিভিন্ন কারামত রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুত্তাকী ওলীদেরকে সম্মানিত করেন। শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহদের কারামত দ্বীনের জন্য হুজ্জত কিংবা মুসলমানদের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়, যেমন নবীদের মু'জিযা প্রকাশিত হয়। ওলী আল্লাহদের কারামত মূলতঃ নবী কারীম (সঃ) এর অনুসরণের বরকতে হাসিল হয়"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৭৪]

মৃতকে জীবিত করণঃ

"আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) "আন-নুবুওয়াত" নামক কিতাবে লিখেছেন-

وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما وقع لطائفة من هذه الأمة"

"কখনও কখনও আল্লাহ তায়ালা নবীদের অনুসারীদেরকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দান করেন। যেমন এ উম্মতের অনেকের ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে"

[আন-নুবুওয়াত, পৃষ্ঠা-২৯৮]

মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে ওলী-আউলিয়াদের থেকে অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর মাঝে অনেক ঘটনা

বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়ায় এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উল্লেক করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আল্লামা ইবনে তাইমা (রহঃ) লিখেছেন-
ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه:هلم نتوزع متاعك على رحالنا ، فقال لهم :أمهلوني هنيئة ، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا حماره فحمل عليه متاعه

"নাখ এর অধিবাসী এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। পথিমধ্যে সেটি মৃত্যুবরণ করল। তার সাথীরা তাকে বলল, এসো তোমার জিনিসপত্র আমাদের বাহনে বন্টন করে নেই। সে তাদেরকে বলল, আমাকে কিছুক্ষণ সুযোগ দাও! অতঃপর সে উত্তমরূপে ওযু করে দু'রাকাত নামায আদায় করল এবং আল্লাহর নিকট দু'য়া করল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁরর গাধাকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর সে তার জিনিসগুলো বাহনের উপর উঠাল"
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৮১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর "মাজুমউল ফাতাওয়ায়" كرمات حصلت للصحابة و التابعين و الصالحين (সাহাবী, তাবেয়ী ও সালেহীনদের কারামত) শিরোনামের অধীনে ওলী আল্লাহদের অনেক কারামত উল্লেখ করেছেন।
আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উল্লেখ করছি–

وَ " خبيب بْنُ عَدِيٍّ " كَانَ أَسِيرًا عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ يُؤْتَى بِعِنَبٍ يَأْكُلُهُ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ عِنَبَةٌ

"হযরত খুবাইব বিন আদী (রাঃ) মক্কার মুশরিকদের নিকট বন্দী ছিলেন। তাঁর নিকট আঙ্গুর ফল থাকত, যা তিনি আহার করতেন অথচ মক্কায় তখন আঙ্গুর ফল ছিল না"
[মাজমুউল ফাতাওয়া,খ--১১, পৃষ্ঠা-২৭৬]

হায়াতুন নবী (সঃ) এর আক্বিদাঃ

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হল, নবী কারীম (সঃ) তাঁর কবর মোবারকে সম্পূর্ণ জীবিত অবস্থায় রয়েছেন, যেমন শহীদগণ তাদের কবরে জীবিত থাকেন। নব্য সালাফিয়্যাতের দাবীদার ওহাবীরা এটাকে অস্বীকার করলেও তাদের ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) নবী কারীম (সঃ) এর কবর কিংবা অন্য কারও কবরের নিকট দু'য়া-মুনাজাত ইত্যাদির কঠোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি নবী কারীম (সঃ) সহ অন্যান্য ওলী-আল্লাহদের কবর থেকে যে বিভিন্ন আওয়াজ শ্রবণের কথা বর্ণিত আছে, সেটা স্বীকার করে লিখেছেন-

ولا يدخل في هذا الباب، ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبور غيره من الصالحين. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم

"[কবরের নিকট মুনাজাত ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞার মাঝে] ঐ সমস্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত হবে না, যেগুলো বিভিন্ন আউলিয়াদের থেকে বর্ণিত আছে যেমন, কেউ কেউ নবী কারীম (সঃ) এবং অন্যান্য আউলিয়াদের কবর থেকে সালামের উত্তর শুনেছেন। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) গ্রীষ্মের রাতে নবী কারীম (সঃ) এর করব থেকে আজানের ধ্বনি শ্রবণ করতেন। এ সমস্ত বিষয় সবই সত্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় এগুলো নয়।"
[ইকতেযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা-২৫৪, (শামেলা)]

নবীজী (সঃ) এর কর্তৃক মানুষের অভিযোগ শ্রবণঃ

كذلك أيضا ما يروى: أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر، فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس فإن هذا ليس من هذا الباب.

"তেমনিভাবে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে নবী কারীম (সঃ) এর নিকট যে সমস্ত অভিযোগ করা হয় এবং সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, সেগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে না। যেমন, বর্ণিত

আছে, রমাদার বছর এক ব্যক্তি নবী কারীম (সঃ) এর কবরের নিকট এল এবং তাঁর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। ঐ ব্যক্তি দেখল যে, নবী কারীম (সঃ) তাকে হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং হযরত উমরকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন সকলকে নিয়ে ইস্তেসকার নামায আদায় করেন। এ সমস্ত বিষয়ও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত নয়”

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর উপরোক্ত বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন সমস্যার কারণে নবী কারীম (সঃ) এর নিকট অভিযোগ করা জায়েয। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন-

وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا، وليس هو مما نحن فيه

“তেমনিভাবে বিভিন্ন মানুষ নবী কারীম (সঃ) এবং তাঁর উম্মতের কারও কারও নিকট বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের কথা বললে তাদের সে প্রয়োজন পূরণ হওয়ার যে সমস্ত ঘটনা বর্ণিত আছে, সেগুলোও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত এটি নয়”
[ইকতেযাউ সিরাতিল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা-২৫৪.]

আল্লামা ইবনু আব্দিল হাদী কর্তৃক আল্লামা ইবনে তাইমিযা (রহঃ) এর প্রশংসা

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুল হাদী আল-মুকাদ্দেসী আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর জীবনী লিখেছেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল হাদী আল-মুকাদ্দেসী (রহঃ) “আল-উকুদুদ দুররিয়া ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া” নামক কিতাবে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর প্রশংসায় অনেক ক্বাসিদা উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে আব্দুল হাদী (রহঃ) লিখেছেন-

يا غنية المبتغين الرشدمانحهم * * فتوح غيب أتى من عند باريه

“হে অনুসন্ধানীদের অভিষ্ট লক্ষ্যস্থল, হে হেদায়াতের আলোক বর্তিকা!
প্রভূর নিকট থেকে আগত হে গায়েব উন্মোচন কারী!”

[আল-উকুদুদ দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-৪৫৯]

ولما تبدى نور نعشك لامعا ... تمنت بنات النعش أن تتحطما
وودت بأن تدنو الثريا إلى الثرى ... نثارا عليه رفعة وتعظما ...
نزلت على أهل المقابر رحمة ... وأنقذتهم من ظلمة الظلم والظما ...

"যখন তার খাটিয়ার নূর উদ্ভাসিত হল, দিগন্তের তারকা-রাজি ভেঙ্গে পড়ার আকাংখ্যা করল। তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মানে আকাশের তারকারাজি জমিনের সাথে মিশে যেতে চাইল। কবর বাসীর উপর রহমত বর্ষিত হল, এবং তাদের পিপাসা নিবারণ করল এবং তাদেরকে যুলুমের অন্ধকার থেকে মুক্ত করল।"
[আল-উকুদুদ দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-৪৭৭]

أنت روح الوجود في عصرك الآ * * ن وقلب الورى وعين الزمان

"তুমি বর্তমান সময়ের অস্তিত্বের রুহ, জগতের প্রাণ, যামানার চক্ষু"
[আল-উকুদুদ দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-৪৫৬]

وله مقام في الوصول لربه ... ومقامه نطقت بها الأقتام ...
وتصوف وتقشف وتعفف ... وقراءة وعبادة وصيام ...
وعناية وحماية ووقاية ... وصيانة وأمانة ومقام ...
وله كرامات سمت وتعددت ... ولها على مر الدهور دوام

"আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তার বিশেষ মাকাম রয়েছে। তার এ মাকাম সম্পর্কে মনীষীদের স্বীকারোক্তি রয়েছে।... তিনি "তাছাউফ" অর্জন করেছেন, দুনিয়া বিরাগী হয়েছেন, চরিত্রকে করেছেন নির্মল। "কুরআন তেলাওয়াত, ইবাদত ও সিয়াম সাধনা করেছেন। সচেতনতা, সংরক্ষণশীলতা, পরহেযগারীতা, ও আমানতদারীতায় তার ছিল বিশেষ মাকাম। "তাঁর অনেক বড় বড় কারামত রয়েছে । যুগের বিবর্তনে যা অবিনশ্বর।"
[আল-উকুদুদ দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-৫০০]

قطب الزمان وتاج الناس كلهم و ... روح المعاني حوى كل العبادات ...

حبر الوجود فريد في معارفه ... أفنى بسيف الهدى أهل الضلالات

"তিনি ছিলেন যামানার কুতুব, সকলের মাথার মুকুট ও মর্মের কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেক ইবাদতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যামানার মহাজ্ঞানী, মা'রেফাতে একক ব্যক্তিত্ব। তিনি হেদায়াতের তলোয়ার দিয়ে ভ্রষ্টতাকে নিঃশেষ করেছেন"

আল্লামা ইবনু আব্দুল হাদী (রহঃ) লিখেছেন-

وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه إلا أنه يكون أمرا قد لبس عليه ونسب إلى ما لا ينسب مثله إليه والتطويل على الحضرة العالية لا يليق إن يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق

"তাঁর থেকে এমন কোন বিষয় প্রকাশিত হয়নি, যার কারণে তিনি সমালোচনার যোগ্য হবেন। তবে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে এবং তাঁর দিকে এমন কিছু বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা সমীচীন নয়। হযরতে আলিয়ার ব্যাপারে অনৈতিক উক্তি করা উচিৎ নয়। দুনিয়াতে যদি প্রকৃত কোন কুতুব থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন কুতুব।"

[আল-উকুদুদ দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-৩৭৩]

ড.সাইয়্যেদ সবীহ আল্লামা ইবনে আব্দুল হাদী (রহঃ) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন- ওহাবীরা কুতুব, আব্দাল এগুলো অস্বীকার করে এবং তাছাউফকে কুফুর, শিরক ইত্যাদি আখ্যায়িত করে । অথচ তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) সম্পর্কে কী বলা হয়েছে, সেগুলো তারা জানে না।

[আখতাউ ইবনে তাইমিয়া ফি হক্কি রাসূলিল্লাহি (সঃ) ও আহলি বাইতিহি, এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৯]

আল্লামা ইবনু আব্দিল হাদী (রহঃ) লিখেছেন-

كان تاج العارفين لوقتنا

"তিনি ছিলেন আমাদের সময়ের তাজুল আরেফীন (আরেফীনদের মাথার মুকুট)

[আল-উকুদুদ দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, খ--১, পৃষ্ঠা-৪৮৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কারামতঃ

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) “মাদারিজুস সালিকিন শরহু মানাযিলিস সাঈরিন” নামক কিতাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন-

أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له : قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال : فلما أكثروا علي قلت : لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام

“তাতারীরা যখন মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং শামে আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন ৭০২ হিঃ সনে শায়েখ (রহঃ) সাধারণ মানুষ এবং আমীর-উমারাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, “তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয় ও সাহায্য লাভ করবে।”। তিনি তাঁর কথার উপর সত্তরটিরও বেশি কসম খেয়েছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন! অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ বলছি, সম্ভাবনা হিসেবে নয়। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন তারা আমার উপর পীড়াপীড়ি করল, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা পীড়াপীড়ি কর না, আল্লাহ তায়ালা লউহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন যে, তারা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হবে।

[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৮৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্দুল হাদী মুকাদ্দেসী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠক, মাদারিজুস সালিকীন ও আ’লামুল আলিয়্যা গ্রন্থদ্বয় দেখতে পারেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণীঃ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বিশেষ ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন-

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم

"তিনি আমাকে অনেকবার অনেক বাতেনি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি শুধু আমাকে এগুলো বলেছেন এবং এ বিষয় সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলি নি। তিনি আমাকে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু তিনি সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কিছু কিছু আমি ঘটতে দেখেছি এবং অবশিষ্টগুলো সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। তাঁর বড় বড় সাগরেদগণ আমি যা দেখেছি, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি দেখেছেন"
[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৯০]

পরিশিষ্টঃ

পরিশেষে তাছাউফ বিদ্বেষীদেরকে বলব, আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের ফয়সালার উপর একটু লজ্জিত হোন, আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা, আল্লাহর ওলীদের সাথে শত্রুতার অর্থ হল, স্বয়ং আল্লাহর সাথে শত্রুতা।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা"- এ লিখেছেন-

أَلْبَسَنِي خِرَقَ التَّصَوُّفِ شَيْخُنَا المحَدِّثُ الزَّاهِدُ ضِيَاءُ الدِّيْنِ عِيْسَى بنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ بِالقَاهِرَةِ، وَقَالَ: أَلْبَسَنِيهَا الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّيْنِ السُّهْرَوَرْدِيُّ بِمَكَّةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي النَّجِيْبِ

"কায়রোতে আমাকে তাছাউফের খিরকা পরিধান করিয়েছেন আমাদের শায়েখ, মুহাদ্দিস ও যাহেদ যিয়াউদ্দীন ঈসা বিন ইহইয়া আনসারী (রহঃ), তিনি বলেন-আমাকে মক্কায় তাছাউফের খেরকা পরিধান করিয়েছেন প্রসিদ্ধ সূফী শায়েখ শিহাবুদ্দীন-

সোহরাওয়ারদী (রহঃ), তিনি তাছাউফের খেরকা পরিধান করেছেন তার চাচা আবু নাজিব (রহঃ) থেকে”
[সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, খ--২২, পৃষ্ঠা-৩৭৭]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ তারিখে ইবনে খালদুনে লিখেছেন-

الفصل الحادي عشر في علم التصوف هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

“একাদশতম পরিচ্ছেদ হল, ইলমে তাছাউফ সম্পর্কে। শরীয়তের এই ইলম উম্মাহের মাঝে নতুন আবিষ্কৃত কিন্তু এর মূল উৎস হল, এ সমস্ত লোকের এ তরীকা সালাফে-সালেহীন বিশেষভাবে বড় বড় সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের মাঝে ছিল। এ তরীকা হল সত্য ও হিদায়াতের তরীকা। এ তরীকার মূল হল, ইবাদতের উপর অটল থাকা, এবং একককভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য থেকে বিমূখ হওয়া, অধিকাংশ মানুষ যেসমস্ত বিষয়ে অগ্রসর হয় যেমন, দুনিয়ার স্বাদ, সম্পদ, ও পদ থেকে সংযম অবলম্বন করা এবং ইবাদতের জন্য সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করা। আর এ বিষয়গুলো সাহাবা (রাঃ) ও সালাফে-সালিহীনের মাঝে ব্যাপক ও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতক ও তার পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন দুনিয়ার দিকে ধাবিত হতে শুরু করল এবং দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল, তখন যারা ইবাদতে নিমগ্ন ছিল তারা বিশেষভাবে সূফী নামে পরিচিত হল”
[তারিখে ইবনে খালদুন, খ--১, পৃষ্ঠা-৪৬৭ (শামেলা)]

وهذا ما أردت إيراده في هذه الرسالة بتوفيق الله جل و علي فله الحمد رب السوات و رب العرش العظم و صلي الله تعالي علي خير خلقه و أصحابه و أهل بيته و أتباعه و أوليائه أجمعين إلي يوم الدين